জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭৭ • ৯ অগাস্ট, ২০২৫ • ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 77 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 9 AUGUST, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিশ্বকবির তিরোধান দিবসে ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, বিকশিত হোক সেই দেশ, যে দেশে ভাষাসন্ত্রাস থাকবে না

উত্তরে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা

প্রবল বৃষ্টি থেকে এখনই রেহাই মিলছে না উত্তরবঙ্গবাসীর। মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলি। বৃষ্টি কমার সঙ্গে বাড়তে পারে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

সিলেক্ট কমিটির চাপে প্রত্যাহার কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর বিল

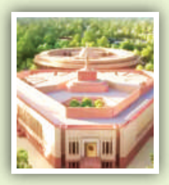

ওবিসি সংরক্ষণ মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার

বিচার পায়নি বলে কেন এই মিথ্যাচার

তদন্তে সিবিআই, তাহলে কেন নবান্ন অভিযান

১০ প্রশ্ন জবাব দিক বাম-বিজেপি

প্রতিবেদন : হঠাৎ কেন নবান্ন অভিযান? বিজেপির ডাকা কর্মসূচিতে কেন যোগ দিচ্ছেন নির্যাতিতার বাবা-মা? তদন্ত করেছে সিবিআই। তবে নবান্ন যাচ্ছেন কেন? বাম-বিজেপিরই বা কেন এই দ্বিচারিতা? বিচার পাইনি বলে কেন মিথ্যাচার? ১০ দফা প্রশ্ন তৃণমূলের।

১. ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ।

২. আদালতের নির্দেশে তদন্তে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া সঞ্জয় রাইকেই মূল এবং একমাত্র অপরাধী বলে জানিয়ে কোর্টে পেশ করেছে সিবিআই।

৩. এই ঘটনায় প্রমাণিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন-কলকাতা পুলিশ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তদন্ত করেছিল।

(এরপর ৬ পাতায়)

নির্দেশ মেনে কর্মসূচি করুন। বার্তা দিলেন চার পুলিশকর্তা সুপ্রতিম সরকার, জাভেদ শামিম, মনোজ ভার্মা, প্রবীণ ত্রিপাঠী। শুক্রবার ভবানীভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে।

বিকল্প জায়গা জানিয়ে কড়া বার্তা পুলিশের

প্রতিবেদন : হাইকোর্টের রায়কে সম্মান জানিয়ে আন্দোলনকারীদের আইন মেনে সভা করার পরামর্শ দিল রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম, এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানান, নবান্ন এলাকায় ১৬৩ ধারা অনুযায়ী সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে। তার পরিবর্তে সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ড বা রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ অভিযান করুক, রাজ্য প্রশাসন পাশে থাকবে।

এরপর কলকাতা পুলিশের তরফেও এক্স বার্তায় জানিয়ে দেওয়া হয়, 'নবান্ন' সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় ন্যায়বিধি অনুসারে যে কোনও ধরনের সমাবেশ বেআইনি। কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে, কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ হতে (এরপর ৬ পাতায়)

একটা নাম বাদ গেলেই লক্ষ বাঙালি ঘিরবে কমিশন

প্রতিবেদন : দিল্লি থেকে কলকাতায় নেমেই স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর নিয়ে কড়া ভাষায় তোপ দেগে অভিষেক বলেন, হ্যাঁ স্যার বলে যারা নির্বাচন কমিশনকে বিক্রি করে দিয়েছে, আমরা তাদের সতর্ক করছি। যদি ভোটার তালিকা থেকে একজনও বাঙালির নাম বাদ দেওয়া হয় তাহলে এক লক্ষ বাঙালিকে নিয়ে কমিশনের দফতর

দশ নির্দেশ

লোকসভায় দলনেতার দায়িত্ব নিয়েই দশ দফা নির্দেশিকা অভিষেকের—

- **দলের চেয়ারপার্সনের লেখা চিঠি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে দেন। স্পিকার গ্রহণ করেছেন এবং বুলেটিনে অভিষেকের নাম উঠেছে**
- **অধিবেশনের সময় প্রত্যেক দিন সকাল ১০:৪৫ মিনিটে সাংসদরা সংসদে ১০ মিনিটের জন্য বৈঠক করবেন**
- **বৈঠকে সংসদে পরিকল্পনা এবং কে কখন বলবেন নির্দিষ্ট হবে**
- **লোকসভার সাংসদদের নিয়ে তৈরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ** (এরপর ১১ পাতায়)

ঘেরাও করব। এই এসআইআর আসলে স্যার। বিজেপি নেতাদের কথামতো চলাফেরা করে। এই কারচুপি আমরা বরদাস্ত করব না।

শুক্রবার সকালে সংসদ চত্বরে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে বিক্ষোভ, প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন অভিষেক। 'চুপি চুপি ভোট চুরি' স্লোগানে উত্তাল ছিল সংসদ। কলকাতা ফিরে (এরপর ১১ পাতায়)

বিক্ষোভে অভিষেক

চুপি চুপি ভোটের কারচুপি। পোস্টার, ব্যানার, স্লোগান। এসআইআর নিয়ে সংসদে ঝড় তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার সংসদ চত্বরে সেই বিক্ষোভে যোগ দিলেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সাগর

সাগরদ্বীপ এর সমৃদ্ধ জনপদে
মিলিত হলো মানব সাগর
সাগরভূমির তটিনী জটায়
মানুষ স্নান করতে বিভোর।

খাসিমারা থেকে ঘোড়ামারা
সৈকতসুন্দরীর তীর্থধারা
উড়িয়ে ধ্বজা, বাঁশি ও ঘণ্টা
সচল-সবল কপিলমুনির আশ্রমটা।

সহস্র লক্ষ মানুষের পদার্পণে
সাগর চলেছে অমৃত সন্ধানে
উছলি উঠেছে দিকে দিকে প্রাণ
আগমনি আনন্দ গাইছে গান

সাগরের জলে একটু স্নান
পবিত্র মনের মন-সন্ধান
রাজা ও ফকির সবার জন্য
গঙ্গাসাগর তীর্থ ধন্য।।

কেন্দ্রের বঞ্চনা

জল জীবন মিশন চলবে রাজ্যের অর্থে

প্রতিবেদন : দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার জল জীবন মিশন প্রকল্পে নিজেদের তহবিল থেকে টাকা দেবেন তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করা। টাকা দেবে জেলা পরিষদও। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ আরও বিস্তারিত ভাবে দলের সাংসদ-বিধায়ক এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের জানিয়ে দিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ তৃণমূল ভবন থেকে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন রাজ্য সভাপতি। সঙ্গে ছিলেন দলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার (এরপর ১১ পাতায়)

সাংবাদিক বৈঠকে সুব্রত বক্সি।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 August, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৭০
মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (১৮৯৯-১৯৭০) প্রয়াণদিবস। অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। দেশবন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণ কলকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেন। চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের পর কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। স্বাধীনতার পর পূর্বপাকিস্তানে অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। পরে তাঁর রাজনৈতিক কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সে-দেশের সরকার। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন সংবর্ধনার জন্য দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রয়াত হন এই অগ্নিপুরুষ।

১৭৭৬
অ্যাভোগাড্রো (১৭৭৬-১৮৫৬) এদিন ইতালির তুরিনে জন্মগ্রহণ করেন। রসায়ন বিজ্ঞানের জগতে তাঁর সূত্র নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিল। একই উষ্ণতা ও চাপে সম-আয়তন সকল গ্যাসে সমসংখ্যক অণু থাকে, এ কথা প্রথম উঠে আসে এই সূত্রের মাধ্যমেই। এক মৌলবস্তুতে অণু, পরমাণু, আয়ন ইত্যাদির মতো প্রাথমিক জিনিসগুলোর সংখ্যাকে তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার মান ৬.০২৩X১০২৩।

১৭৯৪
নেপোলিয়নকে গ্রেফতার করল রোবস্পিয়ারের সাগরেদরা। ফ্রান্সে তখন সন্ত্রাসের শাসন আর নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর জেনারেল। জেনোয়াতে গিয়েছিলেন কূটনৈতিক কাজে। দেশে ফেরামাত্র দেশদ্রোহী সন্দেহে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য দু সপ্তাহের মধ্যে তিনি ছাড়াও পান, ফিরে আসেন স্বপদে।

১৯৪৫
জাপানের নাগাসাকিতে দ্বিতীয় আণবিক বোমা ফেলল আমেরিকা। প্রাথমিকভাবে টার্গেট ছিল কোকুরা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে টার্গেট বদলে হয় নাগাসাকি। এর আগে ৬ অগাস্ট হিরোশিমাতে একই ধরনের বোমা ফেলে ধ্বংসাভিযান চালিয়েছে তারা। এই বোমার সাংকেতিক নাম ছিল 'ফ্যাট ম্যান'। এদিনই মারা যায় ৭০ হাজার নাগাসাকিবাসী। পরবর্তী পাঁচ বছরে তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ার জেরে প্রাণ হারান কিংবা মারাত্মক ব্যাধির শিকার হন আরও প্রায় দু লক্ষ মানুষ। এই দুটি বোমাই জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল।

১৯৪২
ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হল। গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' স্লোগান ঢেউ তুলল আসমুদ্র হিমাচলে। স্বাধীনতার দাবিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াল দেশের কোনায় কোনায়। কংগ্রেসের প্রধান নেতারা জেলবন্দি হলেন। কিন্তু জনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিল। গণবিদ্রোহের সেই আঁচের পরিণতিতে এর পাঁচ বছর পর এল সেই বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

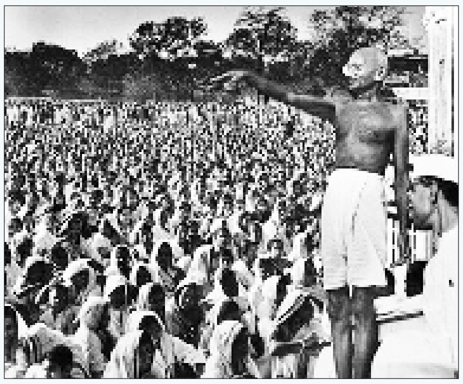

৮ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০২১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৬৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৬৩	৮৭.১৬
ইউরো	১০৩.৬৩	১০১.৫৪
পাউন্ড	১১৯.০২	১১৭.২৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পাওলি দাম

■ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

পার্টির কর্মসূচি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা ও বাংলাভাষীদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে শুক্রবার উত্তরপাড়ায় প্রতিবাদ মিছিল।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬৮

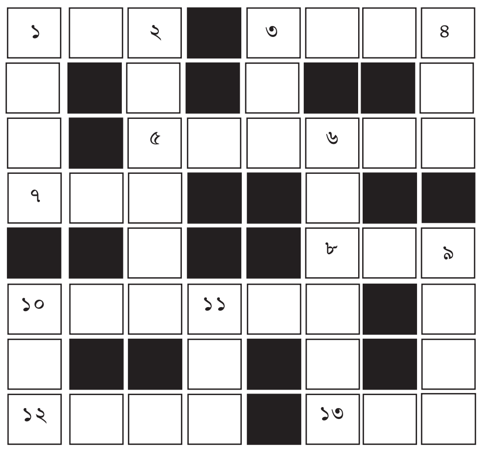

পাশাপাশি : ১. ধ্রুপদগানের চতুর্থ বা শেষ কলি ৩. উত্থিত হও, ওঠো ৫. কার্তিক ৭. অভিমুখ, সমক্ষ ৮. প্রকাশক ১০. নগরবাসী মানুষের জীবনধারা ১২. সংগীত ১৩. প্রতিবেশী, কাছেই বাস করে এমন লোকজন।

উপর-নিচ : ১. আক্ষেপ ২. সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ ৩. পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি ৪. সূর্য ৬. অচেতন, অজ্ঞান ৯. অল্পাধিক ১০. খারাপ মতলব ১১. ভৃত্য।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬৭ : পাশাপাশি : ১. দিগ্‌ভোলা ৩. চিঙ্গটী ৫. আত্ত ৬. ইলিকা ৮. গত ১০. শহুরে ১১. পস্তানি ১৩. কলা ১৫. রাক্ষুসে ১৮. খাস ১৯. বাগড়া ২০. মারফত। **উপর-নিচ :** ১. দিঙ্‌নাগ ২. ভোরাই ৩. চিত্ত ৪. টীকা ৫. আকাশ ৭. হরেক ৯. তপস্বী ১২. নিরাস ১৪. লাগায়েত ১৬. সেন্টার ১৭. জবা ১৮. খাড়া।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

শিবপুরে রেশমি বল্লভের উদ্যোগে রাখিবন্ধন। রয়েছেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি

দেশে জাগরিত হোক রবি-কবির বাংলা ভাষা

বাইশে শ্রাবণে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : আজ বাইশে শ্রাবণ। এই দিনেই না-ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮৩ বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যখন নিভে গেল তাঁর প্রাণপ্রদীপ, তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা বাংলা, থমকে গিয়েছিল বিশ্ব। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণে আমার প্রণতি জানাই। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন। তিনি আমাদের প্রাণের কবি— আজ তাঁকে বিশেষভাবে অন্তরে আহ্বান করি। তিনি আমাদের অভিভাবক, তিনি আমাদের ধ্রুবতারা।'

বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে আমাদের সরকারি কর্মসূচি ছিল। সেখানে সর্বসমক্ষে অনেক মনীষীকে একত্রে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ ছিল। বিশ্বকবিকে সেই অবকাশে প্রণাম জানাই। সেই অনুষ্ঠানের আগে প্রকাশ্যে সমাজমাধ্যমেও তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। তাঁর স্মরণে প্রতিদিন-ই পুণ্যদিন।

কবিকে স্মরণ করি ও তাঁকে উদযাপন করি বছরভর এবং দিবারাত্র।

জাগরিত হোক সেই দেশ, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা, বাংলা ভাষা সম্মান পায়, মর্যাদা পায় ও সকল দেশবাসীর ভালবাসা পায়। বিকশিত হোক সেই দেশ, যে দেশে ভাষাসন্ত্রাস থাকবে না।

ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, বাঙালিকে বিজেপি শেষ করে দিতে চাইছে। বাংলা ও বাঙালির প্রতি বিজেপি যে অপমান তারা দেখাচ্ছে, সম্ভবত কলোনিয়াল কারণে। বাংলা একসময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কথা বলছি, ১৯১২ সালে প্রথমে বিহার, ১৯৩৭ সালে ওড়িশা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা হয়ে যায়। মূলত বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ জায়গায় ছিল। দেশভাগ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে টুকরো করে। এখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনেক কারণে বাঙালি পিছিয়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবার বাংলা ও বাঙালি ভারতবর্ষের বুকে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। পরপর তিনটি নির্বাচনে বিজেপি পরাজয়ের পর এখন ২০২৬ সালে বাংলা বা বাঙালিকে শেষ করার জন্য বদ্ধপরিকর। কারণ তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনাদেশ-মানুষের আবেগ, এসবই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। ফলে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছেন বাংলা বা বাঙালিকে অপমান করাটা বিজেপির একটা স্বধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এর উত্তর দেবে। এছাড়াও এদিন নিমতলা শ্মশানে কবিগুরু স্মৃতিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। বিধানসভায় কবিগুরু ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকীতে তৃণমূল ভবনে শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। শুক্রবার।

সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অভিনব উদ্যোগ

সংবাদদাতা, বারাসত: বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিদের এবং বাংলার সংস্কৃতির উপর আঘাত আনা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বাঙালিরা তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ বাংলার শিল্প সংস্কৃতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিল। জেলার প্রতিভাবান শিল্পীদের জেলার প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য শিল্পী ও অভিনেতাদের দিয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানান, জেলা পরিষদের অর্থ কমিটির বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে জন্য জেলা জুড়ে প্রতিভাবান শিল্পীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তার মধ্যে থাকবে গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি-সহ সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক। এর জন্য ১০-১৫ জনের একটি কমিটি করা হবে। তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন কবে কোথায় কতজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আজ প্রথমিকভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামিদিনে এই সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি করা হবে। বিজেপি যেভাবে বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে নষ্ট করতে উদ্যোগ নিয়েছে সেখানে দলনেত্রীর অনুপ্রেরণায় আমরা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছি।

বাইশে শ্রাবণ শহর জুড়ে কবিগুরু স্মরণ

■ কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাসের উদ্যোগে ১০০ নং ওয়ার্ডে রবীন্দ্র মূর্তি উন্মোচনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

■ জোড়াসাঁকোয় শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা।

■ নিমতলা শ্মশানে শ্রদ্ধাঞ্জলি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের।

■ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

■ বিধানসভায় শ্রদ্ধা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

■ নবান্নে শ্রদ্ধাঞ্জলি মন্ত্রী অরূপ রায়ের।

■ 'রবি ঠাকুরের' হাতে রাখি বাঁধছেন 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'। দুজনেই প্রতিরূপ। বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণের প্রতীকী প্রতিবাদ ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের।

■ শ্রদ্ধায় বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দিন

আরজি করে পড়ুয়ার মৃত্যু বর্ষপূর্তিতে বাবা-মাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক খেলা খেলছে কয়েকটি গোষ্ঠী। ঘরের এক মেয়ের ভয়ঙ্কর পরিণতির তীব্র নিন্দা সকলেই করেছেন। কিন্তু কিছু প্রশ্ন তো ওঠেই আর তার জবাব দেওয়ার দায়িত্ব তাদের, যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রীর মৃত্যুকে মার্কেটিং করছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধরেছিল পুলিশ। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাবা-মা এবং সেই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সিবিআইকে কোর্টে গিয়ে ডেকে এনেছে। তাদের তদন্তে সেই লোকটাই, যাকে রাজ্য সরকারের পুলিশ অভিযুক্ত করেছিল। বিচার হয়েছে পুরোদমে। যাবজ্জীবন হয়েছে দোষীর। আমরা সকলে ফাঁসি চেয়েছিলাম। কিন্তু সর্বোচ্চ শাস্তি কোনটা দেবেন তার সিদ্ধান্ত বিচারকের। ফলে যাঁরা বলছেন বিচার চাই, তাঁদের স্লোগানের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? কোর্টে যাবজ্জীবন আনিয়েছে সিবিআই। কেন ফাঁসি হল না, দায় সিবিআইয়ের। এই সময়ে রাজ্যে একের পর এক ঘটনায় দ্রুত চার্জশিট হয়েছে এবং ফাঁসির সাজা হয়েছে। তিনটি কোর্টে মামলা চলেছে। ট্রায়াল কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট। বাবা-মায়ের আইনজীবীরা ছিলেন। সঙ্গে ছিল রাম-বাম। আইনজীবীরা তাঁদের কথা বলেছেন। সব শুনে কোর্ট রায় দিয়েছে। তারপরেও কিছু লোকের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ভাসিয়ে দিয়ে মানুষের ইচ্ছা বলে চালানোর বুজরুকিটা ধরা পড়ে গিয়েছে। আদালতের কাছে বলার জায়গা ছিল, তাহলে এই নাটক কেন? সঞ্জয় একা ছিল না, তাহলে আর কারা ছিল তার প্রমাণ কেন দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপির দিল্লির নেতারা কেউ দেখা করেননি মৃতার অভিভাবকের সঙ্গে। সিবিআইকে তাঁরা কাঠগড়ায় তুলছেন। বলছেন ব্যর্থ। কী আশ্চর্য! রাজ্য পুলিশকে সরিয়ে এই সিবিআকে তাঁরাই ডেকে এনেছিলেন। এই সিবিআই কেন্দ্রের কথায় চলে। কেন্দ্রে কারা রয়েছে? বিজেপি। সেই বিজেপির নবান্ন অভিযানে কেন অভিভাবকরা? প্রশ্নের জবাব তো দিতেই হবে।

মনে রাখি রবি ঠাকুরকে

আজ থেকে একশো বছর আগে প্রকাশিত 'শেষ বর্ষণ' নাটকে কবি বসন্ত পূর্ণিমার সঙ্গে তুলনায় শ্রাবণ পূর্ণিমাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। কারণ হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল আনা যায় একমাত্র 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে'ই। যা রাখি পূর্ণিমা নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। আর সেই শ্রাবণ পূর্ণিমায় বিদায় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালে। ১৯০৫ সালের অক্টোবরে দুই বঙ্গের সকল মানুষকে বেঁধে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ চালু করেন এক অকাল রাখিবন্ধন। সেই দিন তাঁর কাছ থেকে রাখি-সহ আমন্ত্রণপত্র পান ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মনীষীরা। আমন্ত্রণপত্রের একদিকে হলুদ পাতায় লাল কালিতে ছাপা হয় বঙ্গভঙ্গবিরোধের আবহে লেখা রাখি সঙ্গীত। সেই গান আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। সে গানের মাধ্যমে তিনি বাংলার মাটি-জল-হাওয়া-ফলকে পুণ্য করেছেন, বাংলার ঘর-হাট-বন-মাঠকে পূর্ণ করেছেন। তা দিয়ে আজও বাঙালির পণ-আশা-কাজ-ভাষা সত্য হয় ও প্রাণমনসহ বাঙালি ঘরের ভাইবোনেরা এক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। গোটা বাঙালি জাতিকে 'ভাই ভাই একঠাঁই/ভেদ নাই, ভেদ নাই' মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইতিহাস মুঘলসম্রাট হুমায়ুনকে রাজপুতানিয়া রানি কর্ণাবতীর রাখি পাঠানোর কথা বলে। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণের হাতে দ্রৌপদীর কাপড়বাঁধা থেকেই নাকি রাখির উৎপত্তি। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর রাজসভায় অপমানিত দ্রৌপদীকে তা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর মান রক্ষা করেছিলেন। রাখির সারকথাটাই হল রক্ষা করা। উৎসবে মত্ত ও মজে যাওয়া জনতা কি সে কথা মনে রাখে? আবার এই রাখি যেন বাংলা সাহিত্যের এই রবির সঙ্গে তাঁর উত্তরসূরিদেরও বেঁধে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গকালে মহানগরীতে যখন রাখিবন্ধন উদযাপিত হচ্ছিল তখন দুশো কিমিরও বেশি দূরে বাংলার নবাবি জেলা মুর্শিদাবাদের জেমো গ্রামের ঘরে ঘরে পালিত হয়েছিল অরন্ধন। ত্রিবেদীদের নাটমন্দিরে পাঠ করা হয় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। তাতে যুক্ত থাকা রবিলিখিত রাখিসঙ্গীত গীত হয়। ব্রতকথাটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এসব কথা জানে মালপোয়ারা! বোঝে এসবের তাৎপর্য?

— **জয়ন্ত চক্রবর্তী, কলকাতা ৪**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কতকগুলো প্রশ্ন তো থেকেই গেল...

দ্রোহের নাকি বর্ষপূর্তি! কীসের দ্রোহ? ও তো মিথ্যে আলেয়ার কীর্তি। এক বছর পর সবটা তো পরিষ্কার। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

আরজি কর কাণ্ডের পর একটি বছর অতিক্রান্ত।

নৃশংস ঘৃণ্য ঘটনা। সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেই সময়টা উত্তাল হয়েছিল যেসব ইন্ধনের প্ররোচনায়, সেইসব ফুলকিগুলোকেও তো চেনা গেল না এই এক বছর ধরে।

যেমন, ধরা যাক, 'সোমা' প্রসঙ্গ।

এক বছর আগে ঘন ঘন ভেসে আসত সেই কণ্ঠ। মোবাইলে মোবাইলে শুনেছি, "...আমি সোমা বলছি...!"

সোমা বলেছিলেন, তাঁর পুরো নাম সোমা মুখার্জি। দাবি করেছিলেন, আরজি কর হাসপাতালের ভিতরেরই একজন তিনি। তাঁর সৌজন্যেই পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে গুলতানিতে উঠে এসেছিল নানা কথা, যেগুলোর সব ক'টাই তদন্তে প্রমাণিত হয়নি। যদিও কেউ কেউ আবেগের তাড়নায় বলছেন, তদন্তে বিষয়গুলো উপেক্ষিত।

সোমা যে গুজবগুলো ছড়িয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে ছিল, নির্যাতিতারই সাত-আট জন সহ-চিকিৎসক সেদিনকার ঘটনার জন্য দায়ী। তাঁদের মধ্যে এক তরুণীও ছিলেন। আগে ভাগে প্ল্যান করে তাঁরা এই অপকর্মটি করেছিলেন। নির্যাতন করে খুনের আগে এঁরা সকলে মিলে মদ্যপান করেছিলেন। ধর্ষণের সময় নিহত ডাক্তার মেয়েটির দু'হাত শক্ত করে চেপে ধরতে নাকি সাহায্য করেছিলেন ওই তরুণী ডাক্তারই।

সোমাই প্রথম ছড়ায় পেলভিক বোন, কলার বোন ভাঙার আখ্যান। বলে, নির্যাতিতার মাথাও নাকি থেঁতলে দেওয়া হয়। শারীরিক অত্যাচারের পরে ধর্ষিতার দু'পা দু'দিকে টেনে চিরে ফেলার চেষ্টা হয়।

এসব কিন্তু কিছুই হয়নি, বলছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টও।

সুর করে করে শিহরন জাগিয়ে সোমা বলেছিলেন, বিশ্বাস করিয়েছিলেন এক শ্রেণির নাগরিককে, যারা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রচার করেছেন, সঞ্জয় রায় সেমিনার রুমে গিয়ে 'ডেডবডিকে রেপ' করেন।

প্রথমে পুলিশ এবং পরে সিবিআইয়ের তদন্তের ফল এ-সবের ধারকাছ দিয়েও যায়নি। হ্যাঁ, আবারও বলছি, জোরের সঙ্গে বলছি, পুলিশি তদন্ত কিংবা সিবিআই তদন্ত, কোনওটাতেই এসবকিছু উঠে আসেনি। এসবগুলোর সমর্থন সূচকও কিছু উঠে আসেনি।

একটি ছোট্ট লেখা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোমার তরফে। ছ'জনের তালিকা। এই 'ষড়-যন্ত্রী'-দের প্রত্যেকেই আরজি করের সিনিয়র বা জুনিয়র চিকিৎসক।

নাহ্! এটাও অপ্রমাণিত এবং সর্বৈব মিথ্যা।

ঘটনার এক বছর পর, সেদিনকার আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার থেকে শুরু করে রাত দখলের আহ্বায়িকা, সবাই বলছেন, সংবাদমাধ্যমের কাছে চুপিচুপি বলছেন, 'সোমার অডিও ক্লিপিং শুনেছিলাম, কিন্তু খুব একটা বিশ্বাস করিনি। কনস্পিরেসি মনে হয়েছিল।' কিন্তু এতদিন তো এসব কেউ বলেননি। মানুষকে জানাননি। মুখ বুজে ওই গুজব ওইসব অপপ্রচারে মদত দিয়েছিলেন।

কেন? কোন বাস্তুঘুঘুদের মদত দেওয়ার অভিপ্রায়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন? কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এখনও নির্যাতিতার বাবা-মাকে মিথ্যে কথা বলে উসকাচ্ছেন? কোন কায়েমি স্বার্থ আপনাদের নীরব থাকতে প্রণোদিত করেছিল?

আন্দোলনের সামনের সারির মুখরা আজ বলছেন, 'সোমাকে চিনি না। ওই অডিয়ো ক্লিপের দুই থেকে তিন সেকেন্ড শুনলেই বোঝা যায় অবাস্তব।'

■ ধর্ষকের ফাঁসি চাই আমরা। কিন্তু অপরাজিতা বিলে তো আজও অনুমোদন এল না!

কিছুক্ষণেই যা বোঝার সেটা বুঝে গিয়েছিলেন যাঁরা কয়েক সেকেন্ডে, তাঁরা এত দিন এ নিয়ে টুঁ শব্দটাও করেননি।

এখন বলছেন, 'ভক্তি আর অতিভক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই ধরনের অডিয়ো কোনও বিষয়কে যেভাবে অতি ভয়াবহ করার চেষ্টা করে, তাতে ক্ষতি হয়। আমরা সমর্থন করিনি এটা। অতিরঞ্জিত যে কোনও বিষয় থেকেই আমরা দূরে থেকেছি।'

সত্যি? গুজব থেকে নিজেদের বিযুক্ত করার কোনও প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ তো নেননি আপনারা, অন্তত প্রকাশ্যে।

কেন? দ্রোহ বেচে দু পয়সা কামানোর তাগিদে?

আর আপনি? ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামী? ঘণ্টাখানেকের আসরে সবচেয়ে বিক্রীত পণ্য ছিল আপনার মিথ্যে কথাগুলো। গণধর্ষণের প্রমাণ খাড়া করার জন্য আপনিই না রটিয়েছিলেন, আরজি করে নির্যাতিতার শরীরে ১৫০ গ্রাম বীর্য পাওয়া গিয়েছে!

সে-কথার প্রতিবাদও করেননি আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। কেন? সাধারণ মানুষের কাছে তো তুলে ধরেননি শারীর বিজ্ঞানের সত্যিটা।

বলেননি, বীর্যের ক্ষেত্রে তরলের একক মিলিলিটার ব্যবহার হওয়ার কথা, গ্রাম নয়।

বলেননি, একটি পুরুষ শরীর থেকে প্রতি বার বীর্যপাতে ১.৫-৫ মিলিলিটার বীর্য নিঃসরণ হতে পারে। অর্থাৎ, ঘটনাস্থলে ১৫০ মিলিলিটার বীর্য পেতে ধর্ষকের সংখ্যা অন্তত ৩০ জন হতে হবে।

আসল দোষীদের চিহ্ন মুছে ফেলতে আরজি করের সেই ঘটনাস্থল অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছিল, এমন দাবিও ছড়িয়েছিল।

একটা দাবিও প্রমাণিত হল?

মিথ্যা চিরকাল প্রমাণবিহীনতায় ভোগে। এটাই মিথ্যের স্বাভাবিক পরিণতি। আরজি কর কাণ্ডে সেটাই পুনঃপ্রমাণিত।

কিন্তু এই নোংরামির খেলায়, মিথ্যাচারের সৌজন্যে, যাঁদের সামাজিক হেনস্থার শিকার হতে হল, তাঁদের ন্যায় বিচার কে দেবে?

যেমন, তৃণমূল বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্রের পুত্র। তিনিও আরজি করের একজন ইন্টার্ন। এক স্কুলশিক্ষকের পুত্রকে বিধায়ক-পুত্র বানিয়ে সেই ছবি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামাজিক অপমানের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয় তাঁকে।

তাঁর অপমানের সুরাহা কী হবে? রাত দখলের কারিগররা সেটা বোধহয় ভাবেনইনি।

একদা সিপিএম রটিয়েছিল, স্টিফেন হাউসের মালিক অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেন। অতুল্য ঘোষ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকতেন উল্টোডাঙা আবাসনের একটা ছোট্ট ঘরে। আর প্রফুল্ল সেন? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকতেন ভাড়াবাড়িতে।

সেই উত্তরাধিকার আসলে গোয়েবলসের পরম্পরা। নাৎসি জার্মানির তথ্যমন্ত্রী গোয়েবল্ স। তিনি মনে করতেন, একটি মিথ্যাকে বারবার বলতে থাকলে, প্রচার করতে থাকলে তা বড় সংখ্যার মানুষ এক সময় 'সত্য' বলেই বিশ্বাস করবেন।

সেই তত্ত্বই প্রয়োগ করা হয়েছিল এক বছর আগে, শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী কার্যে বাধা সৃষ্টির জন্য। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শুক্রবার কোন্নগরের নবগ্রাম কলেজে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রস্তুতিসভা

এসআইআর কেন রাজ্যকে না জানিয়ে? সিইও-কে চিঠি

প্রতিবেদন : রাজ্যে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন কেন রাজ্যকে না জানিয়ে হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়ে তিনি জানান, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে আমরা জানতে পারছি এসআইআরের কথা। রাজ্যকে কিছুই জানানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এসইআর নিয়ে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করার অনুরোধ জানালেন স্বরাষ্ট্রসচিব।

স্বরাষ্ট্রসচিব চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ৮ অগাস্টের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ৭ অগাস্ট বাংলা সংবাদ চ্যানেলগুলির খবর অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, সিইও দফতর নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে রাজ্য বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু রাজ্যের দাবি, এই বিষয়ে সিইও দফতর থেকে সরকারের সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ করা হয়নি। আগে থেকে এ-বিষয়ে কিছু জানানোও হয়নি। স্বরাষ্ট্রসচিব অনুরোধ করেছেন, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে যেন ভুল তথ্যের অবসান ঘটানো হয়। পাল্টা চিঠি পাঠিয়েছে সিইও অফিসও। সেখানে জানানো হয়েছে, বিহারের এসআইআর-এর সময় প্যারা ১০-এ সব রাজ্যে এসআইআর করার কথা উল্লেখ করা হয়।

অসম-ত্রিপুরায় বরাদ্দ ৪,২৫০ কোটি

কেন্দ্রের বঞ্চনা শুধু বাংলাকে

প্রতিবেদন: আবারও বাংলাকে বঞ্চনা। কেন্দ্রের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে অসম ও ত্রিপুরার জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষণা হলেও, বাংলা সেই ব্রাত্যই রয়ে গেল। বিজেপির দুই রাজ্যে চারটি খাতে মোট ৪,২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু নতুন করে বরাদ্দ তো দূর অস্ত, বাংলাকে প্রাপ্য বকেয়াটুকুও দিল না কেন্দ্র।

একশো দিনের কাজে বাংলার প্রাপ্য দেয়নি কেন্দ্র। আবাসের টাকা থেকে শুরু করে গ্রামীণ রাস্তা-সহ একাধিক খাতে টাকা বকেয়া রয়েছে। বাংলাকে ক্রমাগত বঞ্চনা চলছে। কেন্দ্রের সরকার নানা অজুহাতে বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটিরও বেশি টাকা আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার উষ্মা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় বাংলার একশো দিনের প্রকল্প অবিলম্বে শুরু করতে হবে। কিন্তু তারপর ক্যাবিনেট বৈঠকেও ব্রাত্য করে রাখা হল বাংলাকে। বাংলার জন্য বরাদ্দ জলজীবন মিশনের ২,৫০০ কোটি টাকাও বন্ধ। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্মে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ করবে তৃণমূলের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। কী কারণে বাংলার টাকা বন্ধ করে রাখা হয়েছে তার উত্তর দিতে হবে কেন্দ্রকে।

উল্লেখ্য, অসমে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, ও বিভিন্ন উপজাতি এলাকা উন্নয়ন চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতিদের উন্নয়নের জন্যও ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাহলে কেন বাংলার জন্য বরাদ্দ করা হবে না, সেই প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে বাংলা বিদ্বেষ চলছে। বাংলাভাষার উপর সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছে। তারপর চলছে অর্থনৈতিক অবরোধ। এই বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষ ও বিরোধিতার বিরুদ্ধে এবার সরব হবেন সাংসদরা।

হুগলিতে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির ঘিরে বিপুল সাড়া

সংবাদদাতা, হুগলি : শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। শুক্রবার সকালে হুগলির বৈদ্যবাটি পুর এলাকার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের শেওড়াফুলি ক্লাবে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে প্রচুর মানুষ এসে তাঁদের এলাকার বিভিন্ন সমাধানের কথা নথিভুক্ত করেছেন। রাস্তাঘাট, ইলেক্ট্রিসিটি, এলাকার অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ক্যাম্পে উপস্থিত আধিকারিকদের কাছে তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। সকাল থেকে এদিনের ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, বৈদ্যবাটির পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো ছাড়াও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সুবীর ঘোষ। তিনি জানান, জনসাধারণ এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা সরাসরি সরকারি আধিকারিকদের কাছে জানাচ্ছেন, এক কথায় মানুষকে সরকারি দফতরে যেতে হচ্ছে না। পুরো সরকারটাই উঠে এসেছে মানুষের কাছে। আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ১১ কোটি মানুষের কল্যাণ কামনায় সদাব্যস্ত। ইতিমধ্যে কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, বিধবাভাতা, সবুজসাথী প্রকল্পের সুবিধা সারা রাজ্য জুড়ে মানুষ পাচ্ছেন। প্রথম পর্যায়ে ৬০ দিন ক্যাম্প চলবে। তারপরে ৩০ দিন প্রশাসনিক স্তরে মানুষের অসুবিধাগুলি বিবেচনা করে সমাধান করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য : ব্রাত্য বসু

প্রতিবেদন : ওবিসি মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর হাইকোর্টের যে অন্যরকম বিবেচনা হতে পারে, তা ধারণা ছিল না রাজ্যের। রাজ্য এ-ব্যাপারে আইনি

ওবিসি মামলা

পথেই ব্যবস্থা নেবে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যাব। বৃহস্পতিবার ওবিসি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দেন, গত ২২ মে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছে, অর্থাৎ ২০১০-এর আগে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র পড়ুয়াদের ৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি মেনেই মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে। আর এর জন্য ১৫ দিন সময়ও বেঁধে দিয়েছে আদালত।

কামড়ে কান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জের স্বরূপকাঠি বাজারে টাকা নিয়ে বচসার জেরে এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর কামড় দিয়ে কান কেটে নিল। শুধু তাই নয়, কামড় দিয়ে ব্যবসায়ী কান কেটে মুখে নিয়ে বাজারে নৃত্য অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর। হতবাক ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতারা। বৃহস্পতিবার হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপকাঠি বাজারে ঘটনা। ঘটনার পর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার অভিযুক্ত ব্যবসায়ী গোবিন্দ মণ্ডল। স্যান্ডেলার বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের আমেরিয়ার বাসিন্দা হিমাদ্রি বর্মন ও দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপকাঠির স্থায়ী বাসিন্দা গোবিন্দ মণ্ডল। গোবিন্দর স্বরূপকাঠি বাজারে দোকান আছে। এই দু'জন ব্যবসায়ীর মধ্যে টাকা নিয়ে বচসার সূত্রপাত হয়। প্রথম কথা কাটাকাটি, তারপর গন্ডগোল থেকে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। হাতাহাতির মধ্যেই গোবিন্দ মণ্ডল হিমাদ্রি বর্মনের কামড় দিয়ে কান কেটে নেয়। কাটা অংশটি মুখে করে নিয়ে ঘুরতে থাকে গোবিন্দ। গোবিন্দ এতটাই হিংস্র হয়ে ওঠে যে তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষচন্দ্র গায়েন বলেন, প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে। প্রকৃত দোষীর সাজা হোক, এটাই চাই।

■ মধ্যমগ্রামে আঠাশে অগাস্টের প্রস্তুতিসভা। রয়েছেন সব্যসাচী দত্ত, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতিসভা

বারাসত

সংবাদদাতা, বারাসত: আগামী ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। এই উপলক্ষে শুক্রবার মধ্যমগ্রাম জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল প্রস্তুতিসভা। বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আয়োজিত এদিনের প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত ছিলেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি লিপ্সন মল্লিক, বিশ্বজিৎ দাস, সোহম পাল-সহ অন্যরা। সভায় পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, বাংলা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচার ও বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রতিটি সাংগঠনিক জেলায় মিছিল করতে হবে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিটি টিএমসিপি সদস্যের বক্তব্য রাখার বাধ্যতামূলক প্রস্তুতি নিতে হবে। সব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনকে মাথায় রেখে সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে। ন্যূনতম একটি করে পথসভা করতে হবে। ব্যানার, ফেস্টুন, গেট করতে হবে, নির্দেশ দেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এসবের পাশাপাশি সামাজমাধ্যমেও জোর দিতে বলেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাদিবসে বারাসত সাংগঠনিক জেলার থেকে ১০-১২ হাজার ছাত্রছাত্রীদের কলকাতায় উপস্থিত হওয়ার আবেদন জানান। সব্যসাচী দত্ত বাংলা ও বাঙালিদের বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে প্রস্তাব দেন বাংলার মনীষীদের ছবি-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে প্রতিটি কলেজে এই প্রসঙ্গে ব্যানার ও লিফলেট বিলি করতে হবে।

■ শুক্রবার খড়দহের বন্দিপুর ও পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ কলকাতা পুরসভার ৫৬ নং ওয়ার্ডে মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে রাখিবন্ধন ও সংস্কৃতি দিবস উদযাপন। শুক্রবার।

রাজ্য
9 August, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিমল দাস ও মঞ্জু দাস। দু'দেশের ভোটার লিস্টেই নাম। বসিরহাটের হাড়োয়া কার্তিকপুরের বাসিন্দা। এই নিয়ে অভিযোগ পেতেই শোরগোল এলাকায়

তিলপাড়া ব্যারেজে ফাটল, কেন্দ্রের নীরবতায় তীব্র আক্রমণে মন্ত্রী মানস

প্রতিবেদন: বাংলাকে জলে ডুবিয়ে মারার কেন্দ্রীয় চক্রান্তের দ্বিতীয় ভাগ। ডিভিসির বিভিন্ন জলাধার থেকে অনিয়ন্ত্রিত জল ছেড়ে একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার বিজেপি ব্লু প্রিন্ট ফাঁস হয়ে গেছে। এবার বীরভূমের তিলপাড়া ব্যারেজে ভয়াবহ ফাটল রুখতে হাত গুটিয়ে বসে থেকে রাজ্যকে নতুন করে বিপদে ফেলার ছক করছে বিজেপি নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রের সরকার। রাজ্য সরকার যখন জীবন ও পরিকাঠামো রক্ষায় জরুরি মেরামতির কাজ শুরু করেছে, তখন কানাকড়ির সাহায্য করতেও নারাজ তারা। শুক্রবার রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া টানা বৃষ্টিতে জলের চাপ সামলাতে হিমশিম খাওয়া এই ব্যারেজের পুনর্গঠন নিয়ে তিনি সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন দিল্লির দিকে।

বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বললেন, ২০২৬-এ ক্ষমতায় আসার দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করুন। যদি সত্যিই বাংলার মানুষের পাশে থাকতে চান, তাহলে মিছিল করে প্রধানমন্ত্রী আর জলশক্তি মন্ত্রীর কাছে যান— বলুন, বাংলার টাকা দিন, বাংলার টাকা দিন! তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র ইচ্ছে করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'শ্বাসরোধ' করতে চাইছে এবং ১.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখে রাজ্যের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলতে চাইছে।

■ সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

১৯৫০-৫১ সালে নির্মিত তিলপাড়া ব্যারেজে ফাটল, বসে যাওয়া অংশ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ জলপ্রবাহ এখন বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র সহযোগিতা করুক বা না করুক, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ম্যাকিনটোশ বার্ন লিমিটেডকে জরুরি পুনর্গঠনের কাজ দেওয়া হয়েছে শনিবার থেকেই। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, শনিবার কেন্দ্রীয় জল কমিশনের ডিরেক্টরের সঙ্গে বৈঠক হবে এবং আইআইটি রুরকির বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে আহমেদের সঙ্গে কথা বলে বাঁধ রক্ষায় যা যা করার তাই করা হবে।

বর্তমানে সুরক্ষার স্বার্থে ব্যারেজের উপর দিয়ে শুধু মোটরসাইকেল ও অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মেরামতির কাজের টেন্ডার হয়েছে ২১ কোটি টাকায়— যা পুরোপুরি রাজ্য সরকার বহন করছে, কারণ কেন্দ্র বিশ্বব্যাঙ্ক-সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প মঞ্জুর করেনি, যেখানে ৭০ শতাংশ খরচ বহন করার সুযোগ ছিল। কিন্তু জুনের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে বড় অংশের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মানসবাবু বলেন, ভুল ব্যাখ্যা আর আতঙ্ক ছড়ানোর রাজনীতি চলছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সজাগ আছি। হাতে থাকা প্রতিটি যন্ত্র ও কৌশল কাজে লাগানো হচ্ছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেন মন্ত্রী— রাজ্য নিজস্ব উদ্যোগে অর্থ বরাদ্দ করে প্রকল্পে অগ্রগতি ঘটালেও, বহু বছর আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্র প্রকল্পটি কার্যত পরিত্যাগ করেছে বলে অভিযোগ তাঁর।

■ টালিগঞ্জের ৯৪ নং ওয়ার্ডে 'রিমাউন্ড ক্লাব'-এ বুথ নং ১ এবং ২-এর আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদার।

■ নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে ৪ নং ওয়ার্ডের ১৪ ও ১৫ নং পার্টের দুর্গাবাড়ি রোডে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির। উপস্থিত প্রবীর সাহা, স্বপ্না বিশ্বাস, দেবপ্রসাদ রাহা, কৃষ্ণা বোস, নির্মিকা বাগচী, দেবাশিস মিত্র, সুমন দে-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

■ শুক্রবার হাওড়ার চ্যাটার্জি হাটে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের হাতে সিঙাড়া ও জিলিপি তুলে দিয়ে বিজেপির সিঙাড়া, জিলিপি নিয়ে ফতোয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর ও প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরিয়ানার বাঙালি শ্রমিকদের পাশে তৃণমূল সাংসদ

প্রতিবেদন: হরিয়ানার গুরুগাঁওয়ে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বস্তির ভয়াবহ ছবি তুলে ধরলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সদস্য সামিরুল ইসলাম। বস্তি পরিদর্শনে গিয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। অসহায় শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেছেন, ভয় পাবেন না। মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রয়েছে শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড। যে কোনও সমস্যায় যোগাযোগ করুন। সামিরুলের কথায়, গুরগাঁওয়ের অধিকাংশ বাঙালি বস্তিতে গিয়েছিলাম। খুব কাছ থেকে দেখলাম পরিস্থিতি।

■ শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম।

কথাও বললাম আমাদের বাংলার বাসিন্দা ওই মানুষগুলোর সঙ্গে। সব বস্তি থেকেই বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে গিয়েছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। যাঁরা কাজের টানে আর পরিবারের জন্য থেকে গিয়েছেন, তাঁরা আজ ভীত, সন্ত্রস্ত। ভয় পাচ্ছেন শুধু নিজেরা বাংলায় কথা বলার জন্য। অথচ ২০-২৫ বছর ধরে তাঁরা আছেন এই বস্তিতে। কিন্তু আজ বিজেপি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে বাংলা ভাষায় কথা বললেই সাধারণ মানুষকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে দিচ্ছেন। বাংলা বিরোধী বিজেপি এখানে অদ্ভুত এক বিভেদরেখা তৈরি করেছে মানুষের মধ্যে। তৃণমূল সাংসদ তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন সবরকমভাবে পাশে থাকার। বলেছেন, ভয় পাবেন না।

জবাব দিক বাম-বিজেপি

(প্রথম পাতার পর)

৪. নির্যাতিতার বাবা-মা সিবিআই চেয়েছিলেন। আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তারাই চার্জশিট দিয়েছে। অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। তবে নির্যাতিতা বিচার পায়নি বলছেন। কতটা সঠিক?

৫. নির্যাতিতার বাবা-মার সঙ্গে বাম-বিজেপি সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিল। তদন্তে খুশি নন বাবা-মা। অথচ বিজেপির সঙ্গে নবান্ন অভিযান করছেন! যাদের সঙ্গে অভিযান করছেন, তাদের নির্দেশেই চলে সিবিআই। তাহলে? কেন সিজিও কমপ্লেক্স (সিবিআই দফতর) অভিযান নয়?

৬. কেন একবার সিপিএম, একবার বিজেপির চক্রান্তের ফাঁদে পড়ছেন তাঁরা?

৭. দিল্লিতে গেলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। কারা নিয়ে গেল? অমিত শাহ কেন দেখা করেননি? রাষ্ট্রপতি কেন সময় দেননি? কেন প্রধানমন্ত্রী দেখা করেননি? কেন সিবিআই ডিরেক্টর দেখা করলেন না? তবে আপনি নবান্ন অভিযানের ডাক দিচ্ছেন কাদের প্ররোচনায়? কাদের পৃষ্ঠপোষকতায়? কাদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য?

৮. যে সিবিআইয়ের তদন্তে আপনারা খুশি নন, সেই সিবিআইয়ের মালিক বিজেপির সঙ্গে নবান্ন অভিযান! মিলছে না।

৯. আরজি করের ঘটনায় সকলেই মর্মাহত। আপনাদের মেয়ে খুন হয়েছে। এই ঘৃণ্য অপরাধে ফাঁসি সবার আগে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকলেই নির্যাতিতার বাবা-মায়ের বুকের যন্ত্রণা বুঝি। আপনাদের বুকে আগুন জ্বলছে। কিন্তু তবু কেন আপনারা নিজেদেরকে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন বিজেপি-সিপিএমের হাতে! ট্রায়াল কোর্ট-হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে ট্রায়াল হয়েছে। আজ মিডিয়াতে বেরোচ্ছে—এটা হয়নি, ওটা হয়নি। সিবিআই তদন্তে আপনাদের আইনজীবীরা সওয়াল করেছেন। দেশের সেরা আইনজীবীরা ছিলেন। তারপরেও বাম-বিজেপির মিথ্যাচার? কেন বিজেপির পাল্লায় পড়ছেন?

১০. আদালতের নির্দেশে আরজি কর-কাণ্ডের তদন্ত করেছে সিবিআই। বিচারক রায় দিয়েছেন। তিনি যাবজ্জীবন দেবেন না মৃত্যুদণ্ড, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমরা চেয়েছিলাম ফাঁসি। কিন্তু এই ঘটনার বিচার হয়নি একথা বলবেন না।

একেবারে শেষে তৃণমূল কংগ্রেস কিছুটা সতর্ক করেছে মৃতার বাবা-মাকে। বিজেপি তাঁদের নিয়ে রাজনীতি করছে। প্রয়োজনে তারা যতটা পারা যায় নিচে নামবে। ভিড়ের মধ্যে ঠেলে দিয়ে, বিপাকে ফেলে, আহত করে ব্রেকিং নিউজ চালানোর প্রবল পরিকল্পনা থাকতে পারে। অসুস্থ হতে পারেন। সেই কারণে প্ররোচনায় পা না দিয়ে তাঁদের উচিত বিজেপির রাজনৈতিক অভিযান থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা।

কড়া বার্তা পুলিশের

(প্রথম পাতার পর)

হবে এবং পুলিশ, সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সম্পত্তির কোনও ক্ষতি করা যাবে না। সেই কারণেই দুটি নির্ধারিত স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচির পরামর্শ। তা অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নবান্ন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হাওড়ার স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়। সেখানে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় নিয়ম মেনে বিক্ষোভের অধিকার সকলের রয়েছে। জাভেদ শামিম জানান, কোনও আয়োজক আমাদের কাছে আন্দোলন কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে আবেদন করেনি। সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরে আমরা পুলিশি ব্যবস্থা করেছি। সুপ্রতিম সরকার জানান, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ড এবং কলকাতা রানি রাসমণি রোডে করা যেতে পারে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।

এদিকে, শনিবার কালীঘাট এলাকায় মিছিলে পুলিশি পদক্ষেপেই সায় হাইকোর্টের। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই কর্মসূচির বিরোধিতায় দায়ের হওয়া মামলায় আদালত স্পষ্টতই জানিয়েছে, কেউ আইন অমান্য করলে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। এদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড এবং হাজরা রোড ব্যবসায়ী সমিতির তরফে কালীঘাট চলো অভিযানের বিরোধিতায় মামলা দায়ের হয়। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নবান্ন অভিযানের জেরে তাঁদের ব্যবসার প্রচুর ক্ষতি হয়। পড়ুয়া থেকে অফিসযাত্রী— সবাইকেই ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিরোধিতায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় বিচারপতিরা জানান, অভিযান আটকাতে পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ। আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডাম্পারের ধাক্কায় টোটোচালকের মৃত্যু। মালদহের কালিয়াচকের নওদা যদুপুর পুরাতন অঞ্চল অফিস সংলগ্ন ১২ নং জাতীয় সড়কে। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ

আমার বাংলা
9 August, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

শ্রমিক পরিবারকে পাশে নিয়ে অত্যাচারের প্রতিবাদে তৃণমূল

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলা বলার অপরাধে বিজেপি-রাজ্যে শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার। গোটা রাজ্য প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। শুক্রবার শীতলকুচিতে আক্রান্ত শ্রমিকের পরিবারকে পাশে নিয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলল তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, এই অন্যায় কোনওভাবেই আমরা মেনে নেব না। বাংলায় কথা বলে কি অপরাধ করেছেন এই শ্রমিক? উত্তরপ্রদেশের পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন হবে তৃণমূল কংগ্রেসের। প্রসঙ্গত, গাজিয়াবাদে পুলিশের মারে গুরুতর জখম মোমিন মিয়া বছর চারেক থেকে দিনমজুরের কাজ করতেন। আচমকা কাজে বের হওয়ার সময়

■ **আন্দোলন চলবে। অবস্থান মঞ্চে জানিয়ে দিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।**

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে কোচবিহারের এই শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে গাজিয়াবাদে ভাড়া বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। আহত হয়ে শ্রমিক মোমিন মিয়া শুক্রবারও কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন আছেন। জানা গেছে পুলিশের মারে গুরুতর আঘাত লেগেছে তাঁর। জানা গেছে কোনওরকমে প্রাণ হাতে নিয়ে লুকিয়ে বুধবার রাতে তিনি শীতলকুচির বাড়িতে ফেরেন। বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁকে কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। বিজেপিশাসিত রাজ্যে পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুক্রবার অবস্থান বিক্ষোভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, ব্লক সভাপতি তপন গুহ-সহ দলের নেতৃত্বরা। আহত শ্রমিক মোমিন মিয়া বলেন, আমি শুধু বাংলায় কথা বলেছিলাম বলে আমার ওপরে এই অত্যাচার করা হয়েছে।

সমাধানে মিটিং

■ চা-শ্রমিকদের পাশে আইএনটিটিইউসি। শ্রমিকদের দাবি আদায়ে লাগাতার চলছে গেট মিটিং, আন্দোলন। দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে নকশালবাড়ি ব্লকের অটল চা-বাগানের সাতভাইয়া চা-বাগানে গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মিটিংয়ে বকেয়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি-সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সম্পাদক মহীপাল রাউতিয়া, ইউনিট সভাপতি ভোলা সিং প্রমুখ।

ছিনতাইকারী ধৃত

■ প্রধাননগর থানার অ্যান্টিক্রাইম উইংয়ের তৎপরতায় এক ছিনতাইকারী গ্রেফতার। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে করা হয়েছে এবং ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরবাইকটিও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৮ জুলাই চম্পাসারির এক মহিলা মেয়েকে স্কুল বাসে তোলার জন্য বাসস্টপে গিয়েছিলেন। তখন দু'জন যুবক মোটরবাইক নিয়ে এসে তাঁর গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। অভিযোগ পেয়ে শুরু হয় তদন্ত।

দেওয়াল চাপা পড়ে

■ মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে তপনে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম হাসেদ মহম্মদ সরকার (৭২)। বাড়ি তপন ব্লকের দুর্গাপুর গ্রামে। এলাকায় শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার দুর্গাপুর গ্রামে তাদের একটি নতুন পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। তাঁদের পুরনো বাড়ির বসবাসের অযোগ্য ঘর ভেঙে ফেলার কাজ চলছিল। তখনই দেওয়াল চাপা পড়েন ওই প্রৌঢ়। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চিতাবাঘের আতঙ্কে

■ ডুয়ার্সের মানাবাড়ি চা-বাগানে একদিকে টানা বর্ষণ, অন্যদিকে চিতাবাঘের ক্রমবর্ধমান উপদ্রবে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় চা-শ্রমিকরা। গত কয়েকদিন ধরেই দিনের আলো হোক কিংবা রাতের অন্ধকার, প্রতিনিয়ত চিতাবাঘের দেখা মিলছে বাগানজুড়ে। স্থানীয় শ্রমিকদের অভিযোগ, সন্ধ্যার পর থেকেই শ্রমিক মহল্লায় চিতাবাঘ ঢুকে পড়ছে এবং ছাগল, শূকর, হাঁস-মুরগির মতো গৃহপালিত পশু-পাখি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে বন দফতর।

হয়রানির জবাব দিতে রবিবার আলোচনা বৈঠক আলিপুরদুয়ারে

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিজেপির উসকানিতে এসআইআর, এনআরসি—একের পর হয়রানি। এর জবাব দিতে হবে বলে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আন্দোলন চলছে। আগামী রবিবার এই প্রতিবাদ নিয়ে এবং আন্দোলন জোরালো করতে

■ **আলিপুরদুয়ারে শিবিরে পরিষেবা প্রদানে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।**

এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে, কলকাতা গিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে এসেছেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বাড়াইক, চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জেলার দুই বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও জয়প্রকাশ টপ্পো-সহ শাখা সংগঠনের তিন জেলা সভাপতি। ওই বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা নেতৃত্বকে নানান বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যাতে জেলার প্রতিটি বুথে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয় তা সকল নেতৃত্বকে খেয়াল রাখতে বলেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ সমস্ত স্তরের তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দিতে আগামী রবিবার জেলা কার্যালয়ে জেলার সমস্ত ব্লক নেতৃত্বকে নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই বৈঠকে নেতৃত্বকে জেলার ভোটার তালিকা নিয়ে কীভাবে এসআইআর হবে তার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হবে। পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে অলআউট আন্দোলনের রূপরেখা রবিবারের বৈঠক থেকে জানানো হবে সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রীদের।

চালসা ও মেটেলিতে দুটি আদিবাসী হস্টেলের সূচনা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নযজ্ঞ। শুক্রবার মালবাজার মহকুমার চালসা ও মেটেলিতে দুটি আধুনিক আবাসিক হস্টেলের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। চালসার

■ **উদ্বোধনে মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক।**

গয়নাথ বিদ্যাপীঠ ক্যাম্পাসে ২০ জন আদিবাসী ছাত্রের জন্য তৈরি করা হয়েছে বয়েজ হস্টেল। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে মেটেলির রাষ্ট্রীয় উচ্চমাধ্যমিক ভাষা বিদ্যালয় চত্বরে ২০ জন ছাত্র ও ২০ জন ছাত্রীর জন্য মোট ৪০ জনের হস্টেল তৈরি করা হয়, যার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯৮ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক বলেন, আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের অভাবেই অনেক সময় শিক্ষার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাস্তব সমস্যার সমাধানে আন্তরিক। এই হস্টেলগুলি তাদের পড়াশোনায় স্থায়ী সুরক্ষা দেবে। হস্টেলগুলির পরিকাঠামোতে থাকছে পৃথক শোয়ার ঘর, পড়ার ঘর, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও একটি সুসংগঠিত রান্নাঘর। এছাড়াও থাকবেন নিয়মিত কর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক।

চা-বাগানের শ্রমিক মহল্লায় হাতির হানা, ফেরাল বনকর্মীরা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ডুয়ার্সের টিলাবাড়ি ডিভিশনের চা-বাগান সংলগ্ন জনবসতি এলাকায় ফের বুনো হাতির হানা। শুক্রবার ভোররাতে টিলাবাড়ি চার্চ লাইন শ্রমিক মহল্লা, বাতাবাড়ি বেনোইপাড়া ও দক্ষিণ ধূপঝোরা মুচিপাড়া এলাকায় একটি বুনো হাতি হামলা চালায়। হাতিটি শ্রমিক-আবাস ও কয়েকটি বাড়ি ভেঙে মজুত খাদ্যদ্রব্য খেয়ে ফেলে। আতঙ্কে বাড়ির সদস্যরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে কোনওমতে প্রাণে বাঁচেন। বন দফতর সূত্রে

■ **হাতির হানায় তছনছ বাড়ি।**

জানা গিয়েছে, লাটাগুড়ি বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে বড়দিঘি চা-বাগান হয়ে হাতিটি ওই এলাকায় প্রবেশ করে। খবর পেয়েই ধূপঝোরা বিটের বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং হাতিটিকে গরুমারা জঙ্গলের দিকে সরিয়ে নিয়ে যান। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের ঘরবাড়ি বা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 August, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

■ পরিযায়ী শ্রমিকদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিলেন বিধায়ক অজিত মাইতি।

সুরাটফেরত ১৩ পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, পিংলা : বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা হওয়া পিংলার ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরলেন। তাঁদের ট্রেনের টিকিট কেটে দেওয়া থেকে কাজের আশ্বাস, সবই করলেন বিধায়ক। বাড়ি ফিরতেই প্রশাসনিকভাবে তাঁদের কাজের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রায় ১৫ দিন আগে গুজরাতের সুরাটে কাজে গিয়েছিলেন পিংলার একাধিক পরিযায়ী শ্রমিক। তার মধ্যে দু'দফায় প্রায় ১৫ জন ইতিমধ্যেই বাড়ি ফিরেছেন। যাঁরা ফিরতে পারছিলেন না, তাঁদের ফেরার জন্য ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। শুক্রবার দুপুরে খড়্গপুর স্টেশন থেকে তাঁদের নামিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থাও করেন। পাশাপাশি অজিত শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে কাজের আশ্বাসও দেন। শুক্রবার পিংলা ব্লকের গোবর্ধনপুর এলাকার ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরেছেন। তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা করেছে গুজরাত পুলিশ, এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। বাড়ি ফিরে আসায় স্বস্তিতে পরিবারের লোকজন। সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে আছে, জানান বিধায়ক।

খেজুরিতে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল-ঝড়ে উড়ল রাম-বাম

সংবাদদাতা, খেজুরি : খেজুরিতে সমবায় সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল তৃণমূল। খাতাই খুলতে পারল না রাম-বাম। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি-১ ব্লকের মুকুটশীলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন ছিল। সেখানে সবক'টি আসনেই জয়ী তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। এই সমবায়ের মোট আসন নয়টি। তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএম মিলিয়ে প্রার্থী ছিল ২৩ জন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে বেলা ১১টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। গণনা শুরু হতেই একের পর এক আসনে জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থীরা। এই সমবায় আগেও তৃণমূলের ছিল। প্রায় দু'বছর আগে বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। এরপর নির্বাচন ঘোষণা হতেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দেয় বিরোধী দলগুলোও। সমবায়টি হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, সেটিও তৃণমূলের দখলে। ফলে ওই এলাকায় তৃণমূলের বিপুল জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে শাসকদল। সমবায়ের ভোটার ৫১৭, ভোট পড়েছে ৪৫৩। ভোটের সময় পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকেলে ফল প্রকাশ হতেই বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক বিমানকুমার নায়ক, খেজুরি-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নমিতা নায়ক, শেখ জালালউদ্দিন, দীপককুমার ঘোড়ই, সোমসঙ্কর পাত্র, সুদর্শন রাউত প্রমুখ। বিমান বলেন, এই জয় আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। ঢালাও উন্নয়নে মানুষ তৃণমূলের ওপর ভরসা রেখেছেন।

■ সমবায় নির্বাচনে জয়ের পর তৃণমূল প্রার্থীদের উল্লাস।

ডুবল লঞ্চ, প্রাণে বাঁচলেন মৎস্যজীবীরা

সংবাদদাতা, কাঁথি : মাছ ধরে ফেরার পথে চড়ায় ধাক্কা লেগে ডুবল মৎস্যজীবীদের লঞ্চ। যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কাঁথির শৌলা মৎস্যবন্দর সংলগ্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা, কাঁথির শৌলা মৎস্যবন্দর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে মোহনার কাছে। দুর্ঘটনার সময় ওই লঞ্চে মাঝি-সহ ছিলেন ১৪ জন মৎস্যজীবী। তবে বিপদ বুঝতে পেরে জলে ঝাঁপ দিয়ে অন্য ভুটভুটিতে উঠে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই লঞ্চটির নাম মা মৃন্ময়ী। গত বুধবার সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয় লঞ্চটি। বৃহস্পতিবার রাতে মাছ ধরে মৎস্যবন্দরে ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, দীর্ঘদিন ড্রেজিং না হওয়ায় চড়ায় ধাক্কা লেগে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি চলছিল। বিপদ বুঝতে পেরে ঝাঁপ দিয়ে কেউ অন্য ভুটভুটিতে ওঠেন, কেউ সাঁতরে পাড়ে চলে আসেন। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনায় লঞ্চে থাকা প্রচুর পরিমাণে ইলিশ, পমফ্রেট মাছ জলে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শৌলা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ সামন্ত বলেন, সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। এখান থেকে ২৫ থেকে ৩০ হাজার মানুষ মৎস্য আহরণে যান। ড্রেজিং না হওয়ায় আমাদের ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

অনলাইন গেমের নেশা, বকুনিতে আত্মঘাতী ছাত্র

সংবাদদাতা, নন্দকুমার : পড়াশোনা ছেড়ে অনলাইন গেমে বুঁদ হয়ে পড়েছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। দিদি বকুনি দিতেই অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল সে। শুক্রবার সকালের ঘটনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার বহিচবেড়িয়ায়। মৃত ছাত্রের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল (১৪)। স্থানীয় নিকাশি হাই স্কুলের ছাত্র। গত কয়েক মাস ধরে পড়াশোনায় অনীহা দেখা দেয় বিশ্বজিতের। বেশিরভাগ সময় মোবাইলে সে অনলাইন গেমে সময় কাটাত। সম্প্রতি পরিবারের কাছে নতুন স্মার্টফোন কিনে দেওয়ার জন্য বায়না ধরে সে। কিনে না দেওয়ায় বাবার স্মার্টফোন নিয়েই গেম খেলত।

হাতির হানায় ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন সাংসদ জুন

প্রতিবেদন : ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকায় হাতির তাণ্ডব খুব বেড়েছে। গত কয়েক মাসে এই এলাকাগুলোয় মত্ত হাতির উৎপাতে গ্রামবাসীদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে আছে ফসল, ঘরবাড়ি, এমনকী মানুষের মৃত্যুও। গোটা বিষয়ে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। উপদ্রুত এলাকায় বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার দাবিও জানান তিনি। একইসঙ্গে জুনের দাবি, যাঁরা হাতির উপদ্রবে আহত হয়েছেন বা প্রাণ হারিয়েছেন এবং যাঁদের বাড়ি ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক কেন্দ্রীয় সরকার। ঘন জঙ্গল এবং পার্বত্য এলাকায় হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার ইস্যুটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি সর্বভারতীয় নীতি প্রণয়নের উপরেও জোর দেন তিনি।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে গুণিজন সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, রাজ্য আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের আয়োজনে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় গতকাল কেশিয়াড়ি রবীন্দ্রভবনে হল জেলাস্তরীয় বিশ্ব আদিবাসী দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। চারদিন ধরে চলবে। রাজ্য জুড়ে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। ঝাড়গ্রামে রাজ্যস্তরীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। কেশিয়াড়ি রবীন্দ্রভবনে জেলাস্তরীয় আদিবাসী দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, বিধায়ক অজিত মাইতি, বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, বিধায়ক পরেশ মুর্মু, কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, মামণি মান্ডি ও আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিরা। আদিবাসী গুণিজনদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, আদিবাসী নৃত্য ও গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঞ্চ থেকে ছাত্রছাত্রীদের সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল এবং বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হয় এদিন। আরও চারদিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

■ পড়ুয়াদের সাইকেল দিচ্ছেন মানস ভুঁইয়া।

যৌনপল্লি থেকে আটক ২ বাংলাদেশি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড কাদা রোড যৌনপল্লির দুর্বার সমিতিতে ভারতের ভুয়ো আধার কার্ড জমা দিতে এসে আটক হল বাংলাদেশি দুই যুবতী। মূলত যৌনপল্লিতে যৌনকর্মীর কাজে এসেছিলেন তাঁরা। সূত্র মারফত খবর, শুক্রবার অপরিচিত একটি যুবক যৌনকর্মীর পেশায় যুক্ত করার জন্য নদিয়ার বিষ্ণুপুর থানার চাকদহ এলাকার বাসিন্দা তিশা শেখ এবং হুগলির দয়াময়ী কলোনি রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা কোয়েল মিস্ত্রির নামে ভুয়ো আধার কার্ড দুর্গাপুর দুর্বার সমিতিতে জমা করতে গেলে সন্দেহ হয় সমিতির বোর্ড মেম্বারদের। তাঁরা জানতে পারেন, দুই যুবতী অনেকদিন আগেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যৌন পেশায় যুক্ত ছিল তারা। এরপর দুর্বার সমিতি ফাঁড়িতে খবর দিলে দুই যুবতী ও এক দালালকে আটক করে পুলিশ ।

শুক্রবার ভোরে দিঘায় জেলেদের জালে পড়ল ২ টনের বৃহৎ চিলশংকর মাছ। দিঘা মোহনা মৎস্য নিলাম কেন্দ্রে নিয়ে এলে মাছটি দেখতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কলকাতার এক সংস্থা ৪০ হাজার টাকায় মাছটি কিনে নেয়

আজ জগন্নাথধামে সাড়ম্বরে বলরামজয়ন্তী দিল্লি থেকে এলেন ইসকনের ২২ সন্ন্যাসী

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

শক্তি, পুণ্য, সুরক্ষা এবং কৃষিসমৃদ্ধির প্রতীক বলরাম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ, শনিবার দিঘার জগন্নাথধামে এলাহী আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছে। সকাল থেকেই এচলবে বিশেষ আচার অনুষ্ঠান। এর জন্য ইতিমধ্যে দিঘার জগন্নাথধামে দিল্লির ইসকন থেকে এসেছেন ২২ জন সন্ন্যাসী। বলরাম জয়ন্তীর সমগ্র আচার অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করবেন তাঁরাই। পৌরাণিক মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের জন্ম শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথিতে। অর্থাৎ রাখিবন্ধন এবং বলরাম জয়ন্তী একই দিনে পালিত হয়। রাখিবন্ধনের আক্ষরিক অর্থ রক্ষার বন্ধন। অন্যদিকে বলরাম হলেন কৃষ্ণের প্রতিরক্ষাকারী বড় ভাই। তাই তাঁর জন্মদিন রাখিবন্ধন উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলা চলে। শনিবার ভোরে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গের পরই শুরু হবে আচার-অনুষ্ঠান। সকালে বিশেষ আরতির মাধ্যমে থাকছে ভোগের ব্যবস্থা।

■ জগন্নাথধামের সুসজ্জিত তিন দেববিগ্রহ।

এরপর বলরাম দেবকে অভিষেক করানো হবে জল, মধু, দুধ দিয়ে। পাশাপাশি চলবে শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ। খোল-করতালের অপরূপ শব্দে ভরে উঠবে গোটা মন্দির প্রাঙ্গণ। তারপর নতুন পোশাকে সাজবেন বলরাম। ইতিমধ্যে এক ইসকন-ভক্ত নিজের হাতে তৈরি করেছেন সেই পোশাক।

দিঘা

দুপুরে ৫৬ ভোগেও থাকছে বিশেষ বিশেষ পদ। জন্মদিনে বলরামের জন্য থাকছে ক্ষীরের পায়েস, তালের বড়া ও বেশ কয়েক রকম মিষ্টি। বিকেল থেকে চলবে নামগান। শেষ দিনের ঝুলন উৎসবও পালন হবে জগন্নাথধামে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে রাধা ও মদনমোহনের মূর্তি ঝুলনবেদিতে এনে সপ্তাহখানেক ধরে চলা ঝুলন উৎসবের শেষ হবে। রোজ সন্ধ্যায় ঝুলন দেখতে কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় হচ্ছে। আজ ঝুলনের শেষ দিনে পাশাপাশি বলরাম জয়ন্তীর জন্যেও পর্যটকদের ঢল নামবে বলে মনে করছেন জগন্নাথধাম কর্তৃপক্ষ। শনি-রবির ছুটিতে অতিরিক্ত ভিড় লেগেই থাকে দিঘায়। এবার বলরাম জয়ন্তী ও ঝুলন উৎসব উপলক্ষে শুক্রবার রাতেই বহু মানুষ দিঘায় পৌঁছেছেন। মথুরা, বৃন্দাবন, মায়াপুরে ঘটা করে বলরাম জয়ন্তী পালিত হয়। জগন্নাথধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমণ দাস বলেন, বলরাম জয়ন্তী উপলক্ষে ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে আমাদের ২২ জন অতিরিক্ত সন্ন্যাসী দিঘায় এসেছেন।

বাইশে শ্রাবণ স্মরণ

সংবাদদাতা, তমলুক : জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আয়োজনে, জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শুক্রবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দফতরে অনুষ্ঠিত হল রবি স্মরণ। নাচ-গান-কবিতায় পালিত হয় দিনটি। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে সূচনায় ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ কোলে, নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়, তমলুকের মহকুমা শাসক দিব্যেন্দু মজুমদার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অপর্ণা ভট্টাচার্য, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মহুয়া মল্লিক-সহ অন্যরা। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের অংশবিশেষ পরিবেশিত হয়।

তমলুক

প্রতিবেদন : বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের আয়োজনে পালিত হল স্মরণ অনুষ্ঠান। দফতরের সভাকক্ষে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে হয় সূচনা। ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল ছাড়া ছিলেন সমাজসেবী নন্দিনী ভট্টাচার্য, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শম্ভু মণ্ডল প্রমুখ। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের আয়োজনে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল প্রেক্ষাগৃহে স্মরণ করা হয় কবিগুরুকে। ছিলেন সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক অলোক জলদাতা, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক ব্রতী বিশ্বাস প্রমুখ। বারুইপুর তথ্য সংস্কৃতি দফতর দিনটি পালন করে নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ আকাদেমি সভাকক্ষে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বালির ট্রাকে পিষে মৃত্যু

সংবাদদাতা, কাঁকসা : বেপরোয়া গতির বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় কাঁকসার সিলামপুর কাটাবাগান এলাকায় প্রাণ হারালেন কৃষ্ণ বাউরি (২৫)। উত্তেজিত জনতা একটি লরি ও একটি ডাম্পার ভাঙচুরের পাশাপাশি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেপরোয়া ভাবে ভারী গাড়ি চলাচল করে এই রাস্তায়। এই রাস্তা দিয়েই বহু স্কুলপড়ুয়াও স্কুলে যাতায়াত করে। নিত্যদিন ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। তাই দ্রুত রাস্তা মেরামতির পাশাপাশি যান নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান এলাকার মানুষ।

পুর এলাকায় আমার পাড়া শিবির পরিদর্শনে বিধায়ক

■ শিবিরে বিধায়ক তন্ময় ঘোষ প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রসিকগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুক্রবারের আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে সরাসরি উপস্থিত হয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি দেবনাথ বাউরি এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুর

দুই পাড়া শিবিরে স্থানীয় সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস প্রশাসনের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি। শুক্রবার জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকে দুটি বিশেষ শিবিরে মানুষের নানা সমস্যার কথা শোনা এবং তার দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম শিবির রোহিণী গ্রাম পঞ্চায়েতের বনপুরা তারকনাথ হাইস্কুলে, দ্বিতীয় শিবির হয় কুলটিকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঁকরাইল এবিএস মহাবিদ্যালয়ে। দুই শিবিরেই এলাকার বহু মানুষ এসে রাস্তা, ড্রেন-সহ দৈনন্দিন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। শিবির দুটিতে ছিলেন সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, বিডিও রোহন ঘোষ, সাঁকরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নীলমাধব দোলাই, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত ও শচীন ঘোষ, রোহিণী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিলু বধূক-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি। ঝুনু বেরা জানান, মানুষ যাতে সরাসরি প্রশাসনকে তাঁদের সমস্যা জানাতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ শিবির। তাঁদের সমস্যার শীঘ্রই সমাধান হবে। শিবিরের পাশাপাশি 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিও হয়, যেখানে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সুবিধার জন্য আবেদন করেন।

ঝাড়গ্রাম

নিষিদ্ধ শব্দবাজি গ্রেফতার এক

সংবাদদাতা, সুতাহাটা : বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের সুতাহাটা থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি-সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ল অমরজিৎ সর্দার। সুতাহাটার বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ২৫০ কেজি শব্দবাজি-সহ তাকে গ্রেফতার করে সুতাহাটার পুলিশ। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, সুতাহাটায় বিক্রির জন্য বাইরে থেকে বাজি নিয়ে এসেছিল সে। শুক্রবার তাকে হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সুতাহাটা থানার ওসি দীপক অধিকারী বলেন, আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৫০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি-সহ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছি।

রূপনারায়ণপুরে চুরির কিনারা করল পুলিশ স্বস্তি স্থানীয়দের

সংবাদদাতা, আসানসোল : ২১ জুলাই পরিবার নিয়ে অমরনাথ ভ্রমণে থাকাকালীন রূপনারায়ণপুরের শান্তশ্রী পল্লিতে অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডান্ট সতীশচন্দ্র শর্মার বাড়িতে চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। চোরেরা বাড়ির তালা ভেঙে ১০ ভরি সোনার গয়না ও ১.৮ লক্ষ টাকা লুট করে পালায়। ২৭ জুলাই ফিরে এসে এলোমেলো ঘর ও ভাঙা তালা দেখে পরিবার-সহ এলাকাবাসী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। সালানপুর থানা ও রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতায় অবশেষে রহস্য উন্মোচিত হল। শুক্রবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে রূপনারায়ণপুর ও চিত্তরঞ্জনের বিকি বাউরি (২০) ও রবিন বাউরি (২৭)। সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে তাদের চিহ্নিত করা হয়। ধৃত বিকি স্বীকার করে, তারা এলাকায় একাধিক বাড়িতে চুরি করেছে। বিকি আগেও চুরির ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিল। সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি অভিযানের পাশাপাশি ফরেনসিক দল ও কলকাতার সিআইডি ঘটনাস্থলে এসে নমুনা সংগ্রহ ও ভিডিওগ্রাফি করেছিল, যা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সরবরাহ করে।

সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন নদিয়া ইউনিটের রাখিবন্ধনে সম্প্রীতির বার্তা

অর্ক দাস ● নদিয়া

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নদিয়া জেলা ইউনিটের উদ্যোগে শুক্রবার বিভিন্ন সরকারি দফতরে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে বাংলায় কথা বলার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিরা অপমানিত নিগৃহীত হচ্ছেন সেখানে এর মাধ্যমে মানবতার বার্তা দিলেন ফেডারেশনের নেতৃত্ব। আজ থেকে শতবর্ষেরও আগে যে মানবতার কথা বলেছিলেন কবিগুরু, নজরুল লিখেছিলেন মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, সমাজের বিভিন্ন অংশে তার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই জেলার স্বাস্থ্য দফতর, প্রশাসনিক ভবন-সহ অন্যান্য দফতরে কর্মীদের রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। অফিস ও হাসপাতালে আগত মানুষদেরও রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানায় কর্মচারী ফেডারেশন। তাঁদের তরফে রাখি পরানো হয় কালীগঞ্জের

■ কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদকে রাখি পরাচ্ছেন সরকারি কর্মী।

সদ্যনির্বাচিত বিধায়ক আলিফা আহমেদকেও। নদিয়া ইউনিটের কার্যকারী সভাপতি অনুপম মণ্ডল বলেন, ভারতে বাঙালিদের উপর আক্রমণের সময় ভেদাভেদ ভুলে আমরা সকলে ভারতীয় এবং সকলে মিলেমিশে আগামী দিনে যাতে পথ চলতে পারি সেই জন্যই আমাদের এই রাখিবন্ধন উৎসব পালন। কর্মচারীর হাতে রাখি পরে খুশি জেলাশাসক, উপ মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা-সহ বিভিন্ন দফতরের কর্তারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
9 August, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জলপাইগুড়িতে তিন কোটির রাস্তা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: রাজ্যের উদ্যোগে বিপুল উন্নয়ন জলপাইগুড়িতে। ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলের পর তিন কোটি ব্যয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় তৈরি হবে রাস্তা। ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক তথা চিকিৎসক প্রদীপকুমার বর্মন, পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল ও উপপুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ড-সহ আশপাশের একাধিক এলাকার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মন বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিটি শহর ও ওয়ার্ডে উন্নয়ন পৌঁছে দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। শহরের রাস্তা, আলো, নিকাশি, পানীয় জল-সহ সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। এই রাস্তার কাজ শেষ হলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত অনেক সহজ ও সুরক্ষিত হবে। উপপুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, নির্বাচনের আগেই এই এলাকার মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম রাস্তার উন্নয়ন হবে। সেই প্রতিশ্রুতি আজ বাস্তব রূপ নিচ্ছে। মানুষের পাশে থাকাই আমাদের অঙ্গীকার। তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমুখী নীতিতে শহরবাসীর সুবিধা বৃদ্ধির জন্য একের পর এক কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, এই প্রকল্প তারই প্রমাণ।

■ রাস্তার কাজের শিলান্যাসে আধিকারিকরা।

কবিগুরুর প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা

■ শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে বাঘাযতীন পার্কে অবস্থিত রবীন্দ্রমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, পুরনিগমের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতরের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা প্রমুখ।

■ মংপুতে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের তরফে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদুর কার্কি। রবীন্দ্র স্মৃতি কল্যাণ কেন্দ্রের প্রধান সদুমা ছেত্রি এবং বিশেষ অতিথি সাহিত্যিক কে বি গিরি উপস্থিত ছিলেন।

■ রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে কবিগুরুর প্রয়াণদিবসে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। শুক্রবার কবিগুরুর প্রয়াণদিবস উপলক্ষে পুরসভার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উদযাপন করা হয় দিনটি।

নোংরা রাজনীতি করে সাধারণের ক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়করা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে নিয়ে রাজনীতি করতে গেলে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল বিজেপি বিধায়কদের। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, শান্ত এলাকাকে অশান্ত করতে চাইছে বিজেপি। মিথ্যা ষড়যন্ত্র করতে ও তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয় বিজেপি নেতাদের। দিনহাটার শালমারা এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক অশান্তি ছড়ালে পরে বিক্ষোভের মুখে ফিরে আসতে হয়েছে বিজেপি নেতা ও বিধায়কদের। এদিকে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে নিয়ে সাজানো নাটক করছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের নাম জড়িয়ে মিথ্যাচার করছে বিজেপি। নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। দিনহাটায় সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই মন্তব্য করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মন্ত্রী বলেন, বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায় যেধরনের রাজনীতি করছেন তা অত্যন্ত লজ্জার। জানা গেছে, দিনহাটার নাজিরহাটে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত হয়েছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। এ-নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। মন্ত্রী বলেছেন, চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছেন ১১ জুলাই ওই অন্তঃসত্ত্বার যে স্বাস্থ্যপরীক্ষার রিপোর্ট তার সঙ্গে পুরোপুরি মিল আছে বৃহস্পতিবারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের। অথচ অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারার মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন উদয়ন গুহ।

■ বিজেপি বিধায়ককে গোব্যাক গ্রামবাসীদের।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে পরিষেবা প্রদানে প্রথমস্থান পেল রায়গঞ্জ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আনন্দধারা প্রকল্পের অধীনে ২০২৪-২৫ সালের ক্রেডিট লিঙ্কেজে(ঋণের অধিকার) উত্তর দিনাজপুর প্রথম পুরস্কার পেল। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে এই পুরস্কার পেল জেলা। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান এবং কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ঋণ প্রদানে সর্বচ্চ লক্ষ্য অর্জন করায় মিলেছে এই পুরস্কার। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে আনন্দধারা প্রকল্পটি চালু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ দেওয়া হয়, যার ফলে তাঁরা বিভিন্ন কুটির শিল্প, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ এবং অন্যান্য ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারেন। উত্তর দিনাজপুর জেলায় আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। মহিলারা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করে আয় করতে পারছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন মেলাতেও নিজেদের তৈরি সামগ্রী বিপণনের সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরা। আইএস কুহুক ভূষণ এই সম্মান প্রদান করেন।

মালদহে সাইবার প্রতারণা, উদ্ধার টাকা

সংবাদদাতা, মালদহ: অনলাইনে সস্তায় গাড়ি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা, তারপর উধাও! ঘটনার শিকার হন মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকার বাসিন্দা রমজান আলি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ জুন রমজান আলি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, এক ব্যক্তি নিজেকে গাড়ির নিলাম ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে কম দামে গাড়ি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৭০,০০০ টাকা নেয়। টাকা পাওয়ার পর অভিযুক্ত সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। গাড়ি দেওয়া তো দূরের কথা, টাকা ফেরত দিতেও অস্বীকার করে।

প্রশাসনের উদ্যোগে নির্বাক ভালবাসা পরিণতি পেল পরিণয়ে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : সিনেমার গল্প যেন ধরা দিল বাস্তবে। প্রশাসনের উদ্যোগে মূক ও বধির দুই অনাথ যুবক-যুবতী বাঁধা পড়লেন সাতপাকে। একসঙ্গে জীবন কাটানোর শপথ নিলেন ওঁরা। রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার সরকারি হোমে প্রথম মূক-বধির দম্পতির শুভবিবাহ সম্পন্ন করলেন আধিকারিকরা। ভালবাসা প্রকাশে শব্দের যে প্রয়োজন নেই, তা প্রমাণ করলেন ক্যানিং পাত্র ও চন্দ্রকলি পাত্র। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০১৫ থেকেই ভাতা পান দু'জনে। ক্যানিং নিরাপত্তারক্ষী ও চন্দ্রকলি একটি হোটেলে কাজ করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ১৯৯৯ থেকে এই হোমে। চন্দ্রকলি ২০১৩-য় পশ্চিম মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বালিকা ভবন থেকে আসেন। মেহেন্দি, গায়ে হলুদ, ব্যান্ডের সুর, আশীর্বাদ, নাচগান— আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। যে সরকারি হোম ছিল তাঁদের মাথাগোঁজার ঠাঁই, সেটার সঙ্গে জুড়ে গেল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মা, বাবা বা পরিবারের কেউ নেই তো কী, জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলাশাসক মানসকুমার মণ্ডল, হোমের অধ্যক্ষ পার্থ দাস, শিশুকল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন দীপান্বিতা আগরওয়ালরা ছিলেন শুভ কাজে। হোমের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এটি তাঁদের জন্য গর্বের মুহূর্ত। প্রথমবার এমন আয়োজন। অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, ক্যানিং ও চন্দ্রকলি দুই হোমের বাসিন্দা তাঁর সন্তানসম।

■ বিয়ের পর নবদম্পতি।

চা-শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে বৈঠক

প্রতিবেদন : সেপ্টেম্বরের শুরুতেই চা-শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে হবে বৈঠক। ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস সংক্রান্ত বৈঠক হবে কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অফিসে। বৈঠকে চা বাগানের মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অব প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে বাগানের বিভিন্ন মালিক ও শ্রমিক সংগঠন উপস্থিত থাকবে। বোনাস বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য বাগানের ৩৬টি শ্রমিক সংগঠনকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে সরব চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম। শুক্রবার আইটিপিএ অফিসে এই নিয়ে স্মারকলিপি দেয় তারা। এই বিষয়ে আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে বলেন, চা-শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে লড়ছে আইএনটিটিইউসি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খামারে কাজ করতে গিয়ে কাটা পড়েছিল একটি হাত। ওই অবস্থাতেই হরিয়ানার রোহতক থেকে ১ হাজার কিমি হেঁটে বিহারের গ্রামে পালাচ্ছিল ওই কিশোর। ১৫০ কিমি হাঁটার পর তাকে ও তার সঙ্গীকে উদ্ধার করেন দুই শিক্ষক

দিল্লি দরবার

ভাষাসন্ত্রাস ও এসআইআর
সংসদ কাঁপাল তৃণমূল

প্রতিবেদন: বাংলা এবং বাঙালির অপমানের প্রতিবাদে লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সংসদ চত্বরে গর্জে উঠল তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে শুক্রবার বিক্ষোভে শামিল হলেন বিরোধী জোটের সাংসদরাও। বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের পাশাপাশি নিবিড় সংশোধনের নামে কমিশনের ভোটার তালিকায় কারচুপির প্রতিবাদেও সংসদ চত্বর বিক্ষোভে উত্তাল করে তোলে তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। দুটি ইস্যুতে ঝড় ওঠে সংসদ চত্বরে। অভিষেকের নেতৃত্বে এদিনের বিক্ষোভ বিশেষ মাত্রা পায়। ‘জয় হিন্দ জয় বাংলা’ লেখা ব্যাজ পরে বিক্ষোভে অংশ নেন অভিষেক এবং তৃণমূলের সাংসদরা। ব্যাজে শোভা পাচ্ছিল বাংলার মনীষী এবং

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি। অভিষেকের তোলা স্লোগানে গলা মেলান ডেরেক ও’ব্রায়েন, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ, জুন মালিয়া, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ‘ভোট চুরি বন্ধ করো’, ‘নির্বাচন কমিশন লজ্জা’, ‘মোদি সরকার হায় হায়’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে মকরদ্বারের সামনে সংসদ চত্বর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদিনের আন্দোলন থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় মোদি সরকারকে, ভাষাসন্ত্রাস এবং এসআইআর-এর নামে বিজেপি-কমিশনের কারচুপি ও ভোটচুরির প্রশ্নে কোনও আপস নয়।

বিক্ষোভের পরে লোকসভার দলনেতা অভিষেক যান সংসদ ভবনে তৃণমূল কার্যালয়ে। সেখানে তাঁর হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে অভিবাদন জানান দলের সাংসদরা। চারা উপহার দেওয়া হয় দলের চিফ হুইপ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়কেও। এরপরে প্রবেশ করেন লোকসভায়।

লোকসভাতেও অভিষেকের নেতৃত্বে এদিন বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস এবং এসআইআর—এই দুটি ইস্যুতে সুর চড়ায় তৃণমূল। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বিজেপি এবং মোদি সরকারকে। প্রতিবাদ জানায় বিজেপির নির্দেশে কমিশনের ভোটচুরির চক্রান্তের। বাংলা এবং বাঙালির প্রতি বিজেপির অবমাননার প্রতিবাদেও উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের উভয়কক্ষ। অধিবেশন শুরুর আগে আওয়াজ ওঠে, ‘বাংলা, বাঙালির অপমান মানব না’, ‘জাতীয় সঙ্গীতের অপমান মানছি না’। দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভা এবং লোকসভার অধিবেশন।

সহ-সাংসদদের উপহার অভিষেক, কাকলি, শতাব্দীকে

■ **সংবর্ধনা।** দায়িত্ব পাওয়ার পর লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করলেন দলীয় সাংসদরা। গাছ তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা প্রতিমা মণ্ডলের। সংবর্ধিত হন চিফ হুইপ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়। সংবর্ধনা জানালেন তৃণমূলের দুই সাংসদ নাদিমুল হক ও সাজদা আহমেদ। রয়েছেন ডেরেক ও’ব্রায়েনও।

আক্রান্ত কাছারি বাড়ি, ৫ প্রশ্ন অভিষেকের

প্রতিবেদন: বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় লোকসভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকারের কাছে সরাসরি জানতে চাইলেন, এই ঘটনায় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? কাছারি বাড়ির সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট আশ্বাস আদৌ দেওয়া হয়েছে কি? এখনও পর্যন্ত কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ঘটনায়? অভিষেকের প্রশ্ন, ভাঙচুরের ঘটনায় ঠিক কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? সংস্কৃতি রক্ষায় ভারত-বাংলাদেশ কোনও যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে কি? ২২ শ্রাবণ তাঁর প্রয়াণদিবসে বিশ্বকবির প্রতি যখন হৃদয়ের শ্রদ্ধা উজাড় করে দিচ্ছেন তামাম বিশ্বের বঙ্গভাষী এবং সাংস্কৃতিক চেতনার মানুষজন, ঠিক তখনই বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের কাছারি বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনার প্রতি সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অভিষেক। তুললেন ৫টি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন। অভিষেকের প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি মুছে ফেলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এই ঘটনায় কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কেন্দ্রের বঞ্চনা : জল জীবন মিশন চলবে রাজ্যের অর্থে

(প্রথম পাতার পর)

এবং তৃণমূল নেতা সমীর চক্রবর্তী (বুয়া)। তিনি সকলকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জল জীবন মিশন প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের কোনও প্রকল্প বন্ধ হবে না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, এই প্রকল্প চালাতে তৃণমূল সাংসদরা এক কোটি টাকা, বিধায়করা দশ লক্ষ টাকা করে দেবেন। এছাড়াও জেলা পরিষদ ৫ শতাংশ টাকা দেবে। এছাড়াও আরও দু-একটি নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি। তিনি সাংসদ-বিধায়ক এবং সভাধিপতিদের জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা, এসআইআর নিয়ে আরও বেশি করে প্রচার করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে একেবারে বুথ লেভেল পর্যন্ত প্রচারে তুলে আনতে হবে। রাজ্য সরকারের সদ্য চালু হওয়া ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কর্মসূচিতে সকলকে অংশ

নিতে হবে। এর মধ্যে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন সুব্রত বক্সি। ১) রাজ্য সরকারের কর্মসূচি যেরকম চলছে-চলবে। পাশাপাশি এ-বিষয় নিয়ে দলের বিধায়ক-সাংসদরা একইরকম ভাবে প্রচার এবং অন্যান্য সহযোগিতা করবেন এবং ক্যাম্পগুলিতে অংশ নেবে। ২) আবেদনপত্র গ্রহণ হবে নিয়মমতো। ৩) পরবর্তী ধাপে ৯০ দিনের মধ্যে কাজগুলি শেষ করতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে সকলকে। মানুষের পাশে থাকতে হবে।

এছাড়াও নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন, সাংসদ বিধায়ক এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতিরা তাঁদের এলাকায় প্রতিদিন অন্তত একটি করে মিটিং করবেন বা অংশ নেবেন। এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা মানুষের কাছে বেশি বেশি করে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে আরও বেশি করে জনসংযোগে থাকতে হবে।

লক্ষ বাঙালি ঘিরবে কমিশন

(প্রথম পাতার পর) বিজেপিকে তোপ দেগে বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। তারপর থেকে চলছে তাদের টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়াল। প্রতিবার হেরেছে। এবার ভোটাধিকার কাড়ার ছক। তাই এনেছে এসআইআর। লক্ষ্য ন্যায্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া।

অভিষেক বলেন, যেভাবে বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাংলা তা মেনে নেবে না। যাঁরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সঙ্গে এক পা এগিয়েছে, আমরাও তাঁদের পাশে আছি। বাংলা ও বাঙালির স্বার্থেই এই লড়াই। শুধু এসআইআর নিয়ে নয়, মনরেগা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। বলেন, ১০০ দিনের কাজ, জল জীবন মিশনের বকেয়া টাকা এবং টিকাকরণ বন্ধ করেছে কেন্দ্র। কোর্ট বলছে ১ অগাস্ট থেকে ১০০ দিনের টাকা দিতে। আর আজ ৮ অগাস্ট, এক টাকাও দেয়নি কেন্দ্র। জল জীবন মিশনে ২,৫০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এটা সরাসরি আদালত অবমাননা। আদালতের আদেশ সত্ত্বেও এখনও মনরেগার তহবিল প্রকাশ করেনি। বাংলায় টিকাকরণ হঠাৎ বন্ধ হওয়া নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ জানিয়ে দিয়েছেন, এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন।

দশ নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

- **দিল্লিতে থাকলে সাংসদদের সকাল ১০:৪৫ মিনিটে সংসদে ঢুকতে হবে, থাকতে হবে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত**
- **প্রশ্ন দেওয়া, মোশন আনা কিংবা নোটিশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশন তৈরি করা হবে**
- **সংসদে ঢোকার সময় সাংসদদের সামনে মিডিয়ার বুম থাকলেই কথা বলা যাবে না। দায়িত্বপ্রাপ্তরাই বলবেন**
- **শুক্রবারের মতো বিভিন্ন ইস্যুতে ব্যাজ পরে বিক্ষোভ জানানোর নিয়ম চালু করা হল**
- **ডেরেক ও’ব্রায়েনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিফ হুইপ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়ের সঙ্গে অন্য দলের নেতৃত্বের পরিচয় করিয়ে দেওয়া**
- **সংসদ চলাকালীন সদস্যরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাবেন। কিন্তু লোকসভার রীতি মেনে দলনেতা অভিষেক নামবেন না**
- **সাংসদদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য নয়াদিল্লিতে নতুন অফিস সেন্টার ফর কো-অর্ডিনেশন তৈরি হল ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে। বৈঠকের জন্য ইতিমধ্যেই আরপি রোডে তৃণমূলের অফিস রয়েছে। নিয়ম মেনে সংসদেও তৃণমূলের অফিস আছে**

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একদিকে ভারতের উপর উচ্চহারে শুল্ক চাপাচ্ছেন, অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য বাড়াচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। গত দু'মাসে এটা তাঁর দ্বিতীয় মার্কিন সফর

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য বাড়িয়ে চুক্তির উদ্যোগ আমেরিকার

প্রতিবেদন: তাঁর আপত্তি উড়িয়ে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি ভারত। এই ক্ষোভে নয়াদিল্লির উপর উচ্চহারে জরিমানা চাপিয়েছেন ট্রাম্প। আর আমেরিকায় রফতানি করা ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর এবার ভারতের সঙ্গেও বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর ফলে গত দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক উত্তেজনা এক বিরল চেহারা নিতে চলেছে। ট্রাম্পকে যখন ওভাল অফিসে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কঠোর শুল্ক ঘোষণার পর আরও আলোচনার আশা করছেন কি না, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানান, যতক্ষণ না আগেরটির সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ নয়।

ঘটনাচক্রে, ট্রাম্প যখন এই মন্তব্য করেন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের

জন্য এককভাবে শুধু ভারতকেই নিশানায় পরিণত করা হচ্ছে? অন্য দেশগুলিও তো রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কেনা অব্যাহত রেখেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলির উপর নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। বুধবারই মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে ভারতের আমদানির উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করেছেন। এর আগে তিনি রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। এই নতুন শুল্ক আরোপের ফলে মোট শুল্কের পরিমাণ ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। নতুন এই শুল্কহার ২৭ অগাস্ট থেকে কার্যকর হবে। এই শুল্কবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিদেশমন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে এটিকে অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অন্যায্য বলে অভিহিত করেছে। ভারত জানিয়েছে যে তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কেন্দ্রের বক্তব্য, আমরা এই বিষয়গুলিতে আমাদের অবস্থান ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছি, যা আমদানি বাজারের কারণগুলির উপর ভিত্তি করে ভারতের ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সামগ্রিক লক্ষ্য নিয়ে করা হবে।

পেশ করেও পিছু হঠল কেন্দ্র

সংসদে আয়কর বিল প্রত্যাহার অর্থমন্ত্রকের

প্রতিবেদন: তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে কতটা বিভ্রান্ত ও দিকভ্রান্ত বিজেপি তা একাধিক আইন প্রণয়নের সময়েই প্রমাণিত হয়েছে। এবার দেশের প্রধান চালিকাশক্তি, অর্থনীতিতেই মুখ থুবড়ে পড়ার প্রমাণ মিলল আয়কর বিল বাতিল করার ঘোষণায়। ২০২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে যে আয়কর বিল পেশ করেছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, সেই বিলকে বহু যুগের পরে বিরাট পরিবর্তনের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাতে এত সংশোধন প্রয়োজন হল যে শেষমেশ সেই বিল বাতিল করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ১১ অগাস্ট নতুন আয়কর বিল সংসদে পেশ করার কথা জানায় অর্থমন্ত্রক।

আয়কর সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৬১ সালের আয়কর ব্যবস্থাকে বদলানোর চেষ্টা করেছিল বিজেপির সরকার। তবে সব ক্ষেত্রেই সংশোধন আনার ঘোষণা করে যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে মোদি সরকার, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৩ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় আয়কর বিল পেশ হওয়ার পরই বিপুল প্রশ্নের মুখে পড়ে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রক। এরপরই ৩১ সদস্যের সিলেক্ট কমিটি গঠন করে বিল সংশোধনীর জন্য পাঠানো হয়। অর্থমন্ত্রকের সিলেক্ট কমিটির ৩১ সদস্যের মধ্যে এনডিএ জোটের ১৭ সদস্য ও বিরোধীদের ১৩ সদস্য ছিলেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা আয়কর বিলের উপর ২৮৫টি সংশোধনের সুপারিশ করে সিলেক্ট কমিটি। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই নতুন আয়কর বিল সংসদে পেশ হবে ১১ অগাস্ট।

শুল্ক-হুমকির মুখে মোদি-পুতিন কথা, বাণিজ্য-সম্পর্ক বহাল থাকবে

প্রতিবেদন: রাশিয়ার থেকে তেল কেনার অপরাধে ভারতীয় পণ্যের উপর জরিমানা-সহ ৫০% শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতি শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। পুতিনকে 'বন্ধু' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে জোর দিয়েছেন তাঁরা। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকছে বলে মস্কোকে জানিয়েছে নয়াদিল্লি। পুতিন-মোদির আলোচনায় দু'দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির বিষয় উঠেছে। ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়েও দু'জনের কথা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই রাশিয়া সফরে মস্কোয় গিয়ে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল সাক্ষাৎ করেন পুতিনের সঙ্গে। তারপরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় রুশ প্রেসিডেন্টের। এদিকে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, সার্বভৌম দেশগুলির অবশ্যই বাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগী নির্বাচনের অধিকার রয়েছে।

১৫২ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে

প্রতিবেদন : শুক্রবার ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫২ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করা একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই ধারাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির পুরনো দেশদ্রোহ আইনটির প্রতিস্থাপন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন ও এন ভি আনজারিয়ার একটি বেঞ্চ অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা এস জি ভোম্বাটকেরের আবেদনের ভিত্তিতে সরকারকে জবাব দিতে বলেছে। মামলাকারীর বক্তব্য, বিএনএস-এর ধারা ১৫২ সংবিধানের ১৪, ১৯(১)(ক) এবং ২১ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে এবং এটি দেশদ্রোহ আইনেরই মোড়ক-বদল। বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের অনুভূতিকে উৎসাহিত করার মতো অস্পষ্ট শব্দগুচ্ছের কারণে এই আইন সাংবিধানিক বৈধতার পরীক্ষায় ব্যর্থ।

বাংলার মনীষীদের ছবি আঁকা ব্যাজ নিয়ে প্রবেশে বাধা কেন? ঋতব্রত

প্রতিবেদন: বাংলার মনীষীদের ছবি আঁকা ব্যাজ বুকে নিয়ে সংসদে প্রবেশ করতে বাধা পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, কোন অধিকারে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে? আমরা তো প্ল্যাকার্ড-পোস্টার নিয়ে সংসদে ঢুকছি না। বাংলা এবং বাঙালির প্রতি অবমাননার প্রতিবাদ জানাচ্ছিই আমরা। আমাদের বুকে রয়েছে জয় হিন্দ, জয় বাংলা লেখা ব্যাজ। আমাদের হৃদয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু,

মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বিদ্যাসগর, রাজা রামমোহন রায়, ঋষি অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো মহামানব। তাঁদেরই ছবি আমাদের ব্যাজে। এরমধ্যে আপত্তির কী থাকতে পারে? এই ব্যাজ পরে ভেতরে ঢুকতে কোন যুক্তিতে বাধা দিচ্ছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান? শুক্রবার ক্ষোভের সঙ্গে ঋতব্রতর জিজ্ঞাসা, ওরা কি রবীন্দ্রনাথকে ভয় পাচ্ছে? দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ২০২৬-এ বিজেপিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে।

মার্কিন অপরিশোধিত তেল আমদানিতে রেকর্ড বৃদ্ধি ভারতের

প্রতিবেদন: ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে ভারত। গত ৩ অগাস্ট প্রকাশিত সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে বাণিজ্য সংক্রান্ত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এই পরিবর্তন ভারতের জ্বালানি সংগ্রহ কৌশলে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়। বলা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্বালানি ক্ষেত্রকে দুই দেশের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ভারতের জন্য আরও সুরক্ষিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে অপরিশোধিত তেল আমদানির পরিমাণ দৈনিক গড়ে ০.২৭১ মিলিয়ন ব্যারেল হয়েছে, যা ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ৫১ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালে এই পরিমাণ ছিল দৈনিক ০.১৮ মিলিয়ন ব্যারেল। বিশেষ করে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই বৃদ্ধি আরও বেশি, যেখানে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১৪ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। আর্থিক দিক থেকেও এই বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ; ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে যেখানে আমদানির মূল্য ছিল ১.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে

২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৭ বিলিয়ন ডলারে। এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে, জুন মাসের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে ভারত। গত বছর যেখানে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল মাত্র ৩ শতাংশ, সেখানে এ-বছর জুলাই মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারতীয় কোম্পানিগুলি চলতি অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির পরিমাণ ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র অপরিশোধিত তেলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি ও এলএনজি-র আমদানিও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি আমদানির পরিমাণ ২.৪৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের ১.৪১ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদি একটি এলএনজি চুক্তি নিয়ে আলোচনাও চলছে, যার মূল্য হতে পারে কয়েক দশমিক বিলিয়ন ডলার, যা এই জ্বালানি বাণিজ্যিক সম্পর্কের আরও বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়। এই ক্রমবর্ধমান জ্বালানি বাণিজ্য এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন করে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে তারা আশাবাদী। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, এই অংশীদারিত্বের ভিত্তি হল অভিন্ন স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা সম্পর্ককে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত 'কবিগুরু স্মরণে' বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠান চলছে রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, একতারা মুক্তমঞ্চ, বাংলা আকাদেমি সভাঘরে। শুরু হয়েছে ৮ অগাস্ট। চলবে ১৩ অগাস্ট পর্যন্ত

শবর— অরণ্যের অন্ন কথা

এক আসরে তিন তথ্যচিত্র

দেখানো হল তিন পরিচালকের তিনটি তথ্যচিত্র। প্রথমটির বিষয় শবর। দ্বিতীয়টি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর উপর। তৃতীয়টি পঙ্কজ সাহাকে নিয়ে। চোখে পড়ল দর্শকদের প্রবল উৎসাহ। ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কানায় কানায় পূর্ণ নন্দন-৩। সমস্ত আসন ভর্তি। বহু মানুষ দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের চোখ পর্দায়। ভেসে উঠছে চলমান ছবি। কোনও পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্র নয়, তথ্যচিত্র দেখার জন্য চোখে পড়ল দর্শকদের প্রবল উৎসাহ। ৬ অগাস্ট, বিকেলে। ফোরাম ফর ফিল্ম স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যালায়েড আর্টস আয়োজিত একটি আসরে।

একটা সময় তথ্যচিত্র দেখার সুযোগ খুব বেশি ছিল না। ধীরে ধীরে বদলেছে পরিস্থিতি। এখন বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হয় তথ্যচিত্র। আয়োজিত হয় তথ্যচিত্রের উৎসবও। ফলে দর্শকদের আগ্রহ আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। ফোরাম ফর ফিল্ম স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যালায়েড আর্টস চলচ্চিত্রের প্রসার ও প্রচারে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সারা বছর বিভিন্ন জায়গায় চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। দেখায় দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত ছবি। সেইসঙ্গে গুরুত্ব সহকারে তথ্যচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করে।

এইদিনের অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়েছে তিনটি তথ্যচিত্র। ছিলেন প্রযোজক-পরিচালক অঞ্জন বসু। সংস্থার পক্ষে সবাইকে স্বাগত জানান রবীন চক্রবর্তী পরিচালিত ... প্রথম তথ্যচিত্র অভিজিৎ চক্রবর্তী পরিচালিত 'শবর— অরণ্যের অন্ন কথা'। ২০২৪ সালে নির্মিত। রাঢ় বাংলার শবর জনজাতির মানুষদের নিয়ে বোনা। তাঁরা মূলত অরণ্যচারী। অরণ্য তাঁদের কাছে দেবতাস্বরূপ। তুলে ধরা হয়েছে শবরদের দৈনন্দিন জীবনের কথা। যে-জীবন সমস্যা-জর্জরিত। তা সত্ত্বেও বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষগুলো নিজেদের নিয়ে আনন্দেই আছেন। সুরক্ষিত রেখেছেন বনভূমি। বাঁচিয়ে রেখেছেন আপন সংস্কৃতি। মেতে ওঠেন টুসু পরব, শবর উৎসবে। অভাব আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। নেই লোভ। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই প্রকৃতির কাছ থেকে হাত পেতে নেন। এমন অনেক দিন গেছে, পেটে খিদে, অথচ উনুনে হাঁড়ি চড়েনি। খিদে ভুলতে কেউ কেউ ডুবেছেন নেশায়। আপনমনে গেয়েছেন গান। বেজে উঠেছে মাদল। সমস্তকিছু চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে ছবিতে। সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী শবর সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের উপর লেখালেখি করেছেন। তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে শবরদের জীবন এবং তাঁদের ভূমি ও অরণ্যের অধিকারের জন্য সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও, তিনি শবর সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। শবরদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকারের জন্য কাজ করেছেন, তাঁদের সমাজের মূল স্রোতে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন। এই সমস্তকিছু দেখানো হয়েছে ৬০ মিনিটের ছবিতে। তুলে ধরা হয়েছে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার। পুরুলিয়ায় হয়েছে শ্যুটিং। ক্যামেরার কাজ অসাধারণ। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনায় সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী। সহকারী সাম্যজিৎ চক্রবর্তী। আকাশচিত্র স্বর্ণদীপ নাগের।

দ্বিতীয় তথ্যচিত্র 'দ্বিতীয় পুরুষ'। পরিচালনা করেছেন অলোক দেব। ৩০ মিনিটের ছবিটি নির্মিত হয়েছে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর উপর। কম বয়সেই শিশিরকুমার অপেশাদার থিয়েটারে অভিনেতা হিসেবে আলোড়ন তুলেছিলেন। পেশায় তিনি তখন মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ম্যাডান কোম্পানির নজর পড়েছিল তাঁর উপর। তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে শিশিরকুমার চাকরি ছেড়ে যোগ দেন থিয়েটারে। ১৯২১ সাল। প্রথমেই মঞ্চস্থ করেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর'। প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুনত্বের ছোঁয়া।

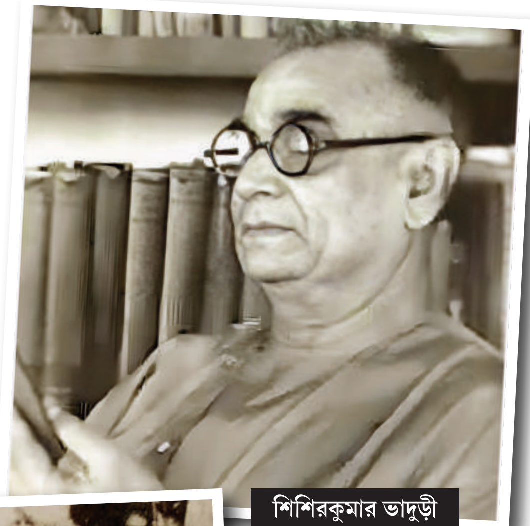
শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শুরুতেই বিপুল জনসমাদর। ১৯২২ সালে একই নাট্যকারের 'রঘুবীর' নাটকে নাম ভূমিকায় ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'চাণক্য' চরিত্রে রূপদান। ১৯২৩ সালে ইডেন গার্ডেন্স-এ অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা ফেস্টিভ্যাল-এ নাটক মঞ্চস্থের সুযোগ। শিশিরকুমার অভিনয়ের জন্যে বাছলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'। নাম ভূমিকায় প্রভা দেবী এবং রামচন্দ্র শিশিরকুমার স্বয়ং। দারুণ জমে গেল নাটক। কিন্তু এই নাটকটি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হল। ১৯২৪-এর ৬ অগাস্ট যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' মঞ্চস্থ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশকিছু নাটক মঞ্চে এনেছিলেন শিশিরকুমার। ১৯২৬ সালে 'বিসর্জন'। প্রথমে ছিলেন রঘুপতির ভূমিকায়, পরবর্তীতে দশম অভিনয়ে জয়সিংহের ভূমিকায়। ১৯২৭ সালে 'শেষরক্ষা'। ১৯৩০ সালে 'তপতী'। শিশিরকুমার নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেন শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' উপন্যাস। এছাড়াও মঞ্চস্থ করেছেন আরও অনেক নাটক। বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাঁর অবদানের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই তথ্যচিত্রে। শিশিরকুমারের স্নেহচ্ছায়ায় এসেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। গুরুর নাট্যনির্মাণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন তিনি। এছাড়াও শিশিরকুমারের উপর আলোকপাত করেন পবিত্র সরকার এবং গণেশ মুখোপাধ্যায়। অনবদ্য তথ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছে ২০১৩ সালে।

দ্বিতীয় পুরুষ

তৃতীয় তথ্যচিত্র 'একটা ডাক আসা দরকার'। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং পরিচালনায় দিব্যেন্দু পোড়েল। বেতার-দূরদর্শন-ব্যক্তিত্ব পঙ্কজ সাহার উপর নির্মিত। কবি হিসেবেও তিনি সমাদৃত। তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং কর্মজীবন তুলে ধরা হয়েছে ৯৮ মিনিটের এই ছবিতে। নিজের কথা বলেছেন পঙ্কজ সাহা। পাশাপাশি তাঁকে নিয়ে বলেছেন পবিত্র সরকার, বিভাস চক্রবর্তী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, চৈতালি দাশগুপ্ত, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্রদাস বাউল, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত প্রমুখ। পঙ্কজ সাহার কবিতা আবৃত্তি করেছেন প্রণতি ঠাকুর। ভাষ্যপাঠে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্যুটিং হয়েছে ২০২৩ সালে। এই দিনই হল প্রথম প্রদর্শন। তিনটি তথ্যচিত্রই মন ছুঁয়ে গেছে দর্শকদের।

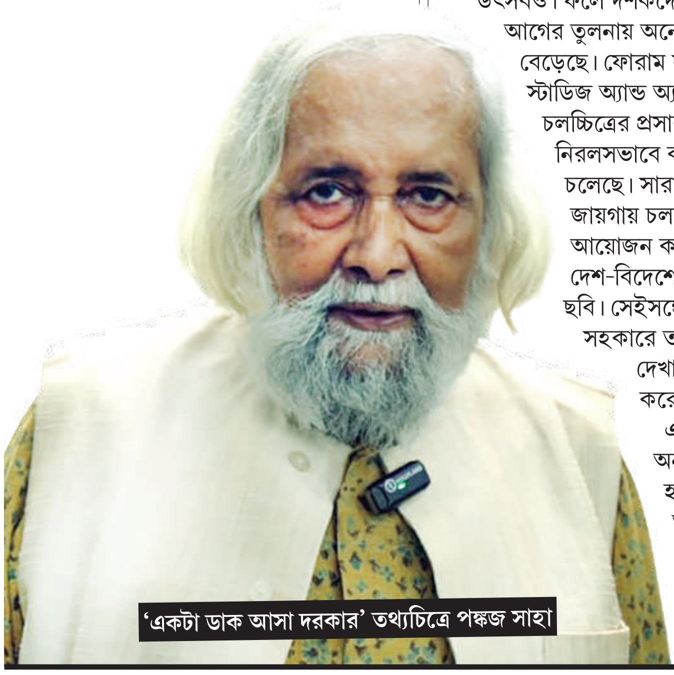
'একটা ডাক আসা দরকার' তথ্যচিত্রে পঙ্কজ সাহা

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 August, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

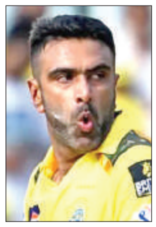

৯.৭৫ কোটিতে সিএসকে এবার তাঁকে কিনেছিল। সেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন দল ছাড়তে চান বলে খবর

দেশের মাঠে হ্যাটট্রিক করে বার্তা রোনাল্ডোর

আলগার্ভে, ৮ অগাস্ট : বয়স ৪০ পেরিয়েছে। কিন্তু গোলের খিদে এতটুকু কমেনি। চল্লিশেও যেন ফুটবল মাঠে চব্বিশের তরুণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রাক-মরশুমে নিজেকে ফিট রাখছেন, প্রস্তুতি ম্যাচে গোলও করছেন আসন্ন মরশুমে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। দেশের মাটিতে পর্তুগিজ ক্লাব রিও আভের বিরুদ্ধে এবার হ্যাটট্রিক করলেন সিআর সেভেন। পর্তুগিজ মহাতারকার জাদুতে আল নাসেরও ৪-০ গোলে সহজেই জিতেছে।

১৯ অগাস্ট থেকে মরশুম শুরু। তার আগে প্রি-সিজন ফ্রেন্ডলি জিতে সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডোর বার্তা, 'চালিয়ে যাও, এখনও অনেক কিছু করার আছে'। বুঝিয়ে দিলেন, নতুন মরশুমেও রোনাল্ডো ম্যাজিক চলবে। মুহূর্তে ভাইরাল হয় তাঁর পোস্ট। শুরু থেকে এদিন গতিময় ফুটবল খেলে আল নাসের। ৩ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল তারা। রোনাল্ডোর বাঁ-পায়ের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ১৫ মিনিটে ডেড লক খুলে যায়। সিমাকানের গোলে এগিয়ে যায় আল নাসের। ৪৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রোনাল্ডো। চেলসি থেকে আসা ফেলিক্সের দুর্দান্ত অ্যাসিস্টে

হ্যাটট্রিকের পর রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাস। আল নাসেরের ম্যাচে।

ডান পায়ের জোরালো শটে বল বিপক্ষের জালে জড়িয়ে ২-০ করেন সিআর সেভেন।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষকে ম্যাচে ফেরার কোনও সুযোগ দেননি রোনাল্ডোরা। বিরতির পর শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই ফ্রেন্ডলি ম্যাচে বড় জয় তুলে নেয় সৌদির ক্লাব। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দু'টি গোল সিআর সেভেনের। ৬৩ মিনিটে ওয়েসলির পাস থেকে হেডে গোল করেন রোনাল্ডো। মিনিট চারেক পর পেনাল্টি পায় আল নাসের। গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। শেষ পর্যন্ত ৪-০ স্কোরলাইনেই ম্যাচ শেষ হয়। ম্যাচের সেরা হন রোনাল্ডোই। নিজের দেশের ক্লাবের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেও বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই তাঁর। বরং কেরিয়ারে হাজার গোলের মিশনে নতুন মরশুম শুরুর আগে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভাল জায়গায় রাখাই লক্ষ্য সিআর সেভেনের।

কুস্তিতে ফের বয়স-বিতর্ক, নির্বাসিত ১১

নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : আবারও বিতর্কে ভারতীয় কুস্তি। জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগে ১১ জন কুস্তিগিরকে নির্বাসিত করল রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কয়েকদিন আগেই দিল্লি পুরসভাকে ১১০টি নথি পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। সেখানেই ১১ জন কুস্তিগিরকে চিহ্নিত করে তারা। তাঁদের বিরুদ্ধে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ। ১১০ জনের শংসাপত্রে কোনও কারচুপি নেই। দিল্লির বিভিন্ন মহকুমা শাসকের সই তাতে রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত ১১ জনের শংসাপত্র ফোটোশপের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এরপরই তাঁদের নির্বাসিত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ১১ জনের নাম প্রকাশও করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ১০ জনই পুরুষ কুস্তিগির। জাল শংসাপত্র কীভাবে তৈরি হয়েছে বা এর সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভারতীয় কুস্তিতে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ নতুন নয়। শারীরিক সুবিধা পেতে অনেকে তাঁর থেকে অল্প বয়সিদের বিরুদ্ধে লড়ার চেষ্টা করেন। চলতি বছর হরিয়ানার অনেক কুস্তিগির দিল্লির হয়ে খেলার অনুরোধ করে। তাতেই সন্দেহ হয় ভারতীয় কুস্তি সংস্থার। তারা দিল্লি কুস্তি সংস্থার উপর তদন্তভার দেয়।

ইংল্যান্ড ০-৫ হারবে, অ্যাসেজ নিয়ে ম্যাকগ্রা

চেন্নাই, ৮ অগাস্ট : ভারতের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ঘরের মাঠে পাঁচ টেস্টের সিরিজ ২-২ ড্র রেখেছে ইংল্যান্ড। তবে নভেম্বরে শুরু হতে চলা অ্যাসেজে ইংল্যান্ডের হোয়াইটওয়াশ দেখছেন কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ফাস্ট বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রা।

২০১১ থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজ জিততে পারেনি। ম্যাকগ্রার ভবিষ্যদ্বাণী যদি ফলে যায়, তাহলে ২০১৩-১৪'র পর প্রথমবার হবে কোনও টেস্ট না জিতে দেশে ফিরবেন বেন স্টোকসরা। ৫-০ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ না জেতার কোনও কারণ দেখছেন না ম্যাকগ্রা।

অ্যাসেজের ইতিহাসে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পেসারের নামের পাশে রয়েছে রেকর্ড ১৫৭ উইকেট। বিবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ম্যাকগ্রা বলেছেন, আমি সাধারণত কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করি না। এটা খুব বিরল যে এটা আমি করছি। আমি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৫-০ ছাড়া আলাদা কিছু বলতে পারছি না। এই ফলাফলই দেখছি।

অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণই তাদের অনেক এগিয়ে রাখছে বলে দাবি করছেন ম্যাকগ্রা। তিনি বলেন, আমাদের দল নিয়ে দারুণ আত্মবিশ্বাসী আমি। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জস হ্যাজলউড এবং নাথান লিয়নের মতো বোলার ঘরের মাঠে নিজেদের চেনা পরিবেশে যখন পারফর্ম করবে, তখন ইংল্যান্ডের জন্য কাজটা খুবই কঠিন হবে। অস্ট্রেলিয়ায় ওদের যা ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে, তাতে ইংল্যান্ড একটিও টেস্ট জিততে পারবে কি না তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

ম্যাকগ্রা আরও বলেন, জো রুটের জন্য খুব বড় সিরিজ এটা। অস্ট্রেলিয়ায় কখনও সফল হয়নি। একটাও সেঞ্চুরি নেই। ও নিশ্চয় মুখিয়ে থাকবে। ভাল ফর্মেও আছে। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলিং ব্রিগেড এবং লিয়নের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের টপ ও মিডল অর্ডারের পরীক্ষা।

আমাদের জুটিই সেরা, সনের প্রশংসায় কেন

মিউনিখ, ৮ অগাস্ট: টটেনহ্যাম হটস্পারে দক্ষিণ কোরিয়ার হিউন মিন সনের সঙ্গে তাঁর জুটি প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অন্যতম সেরা। ফরোয়ার্ড লাইনে হ্যারি কেন ও সনের জুটিতে প্রিমিয়ার লিগে ৪৭টি গোল রয়েছে। স্পার্স ছেড়ে আগেই বায়ার্ন মিউনিখে নাম লিখিয়েছেন কেন। অন্যদিকে, গত বুধবারই রেকর্ড ট্রান্সফারে টটেনহ্যামের সঙ্গে দীর্ঘ ১০ বছরের সম্পর্ক চুকিয়ে মেজর লিগ সকারের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-তে যোগ দিয়েছেন সন। টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে প্রি-সিজন ফ্রেন্ডলি খেলতে গিয়ে পুরনো সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কেন।

প্রাক্তন টটেনহ্যাম তারকা জানিয়েছেন, সনের সঙ্গে তাঁর জুটিই প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অন্যতম সেরা। স্পার্সের জার্সিতে ৪৩০ ম্যাচে ২৮০ গোল রয়েছে হ্যারি কেনের। সনের সঙ্গে তাঁর জুটি নিয়ে কেন বলেছেন, গত মরশুমটা সনের জন্য ছিল স্পেশাল। ওর নেতৃত্বে দল ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত এক দশকে টটেনহ্যামে ও সব কিছু অর্জন করেছে। টটেনহ্যামে দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য সনকে অভিনন্দন। সবচেয়ে বড়

এক ফ্রেমে সান ও হ্যারি কেন। — ফাইল চিত্র

ব্যাপার, ও দারুণ একজন মানুষ। বন্ধু হিসেবে আমি ওকে খুব ভাল করেই জানি। ওর মতো মানুষ হয় না।

মাঠে সনের সঙ্গে তাঁর জুটি নিয়ে কেন বলেন, প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে ওর সঙ্গে আমার জুটি ছিল অন্যতম সেরা। আমরা ছিলাম একে অপরের পরিপূরক। মাঠের মতো বাইরেও আমাদের রসায়ন খুব ভাল ছিল। এখন ওর নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। ওর জন্য আমার শুভকামনা রইল।

মেসিদের চিন সফর বাতিল

বুয়েনোস আইরেস, ৮ অগাস্ট : অক্টোবরে চিন সফরে যাওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টিনার। কিন্তু শুক্রবার জানা গিয়েছে, চিন সফর বাতিল করে অক্টোবরে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে খেলবেন লিওনেল মেসিরা। ২০২২ বিশ্বকাপের পর প্রথমবার মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন অনেক আগেই করে ফেলেছেন মেসিরা। সেপ্টেম্বরে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ দু'টি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ৫ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে খেলার পর ১০ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে মেসিদের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর। ম্যাচটি অ্যাওয়ে। ইকুয়েডর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ধরবেন মেসি।

রাজস্থান ছাড়ছেন, সঞ্জুকে নিয়ে লড়াই

জয়পুর, ৮ অগাস্ট: আগামী বছরের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে হয়তো আর খেলতে দেখা যাবে না সঞ্জু স্যামসনকে। সূত্রে খবর, দল ছাড়তে চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন ভারতীয় দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার। তবে সঞ্জুর অন্য দলে যোগ দেওয়াটা নির্ভর করছে রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির উপর।

সঞ্জুর ইচ্ছা জেনে তাঁকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। আগ্রহ দেখিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সও। সঞ্জু নিজে রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে আবেদন করেছেন তাঁকে ট্রেডিং উইন্ডোতে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। সেটা সম্ভব না হলে নিলামে উঠতে চান তিনি। ২০১৩ সাল থেকে রাজস্থান রয়্যালসে খেলছেন সঞ্জু। গত জুনে ফ্র্যাঞ্চাইজির রিভিউ বৈঠকে অধিনায়কের দল ছাড়তে চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং টিম ডিরেক্টর কুমার সঙ্গাকারা।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, মহেন্দ্র সিং ধোনির বিকল্প হিসেবে সঞ্জুকে নিতে চাইছে সিএসকে। রাজস্থান সঞ্জুকে বিক্রি করে দিতে রাজি। কিন্তু পরিবর্তে চেন্নাইয়ের দু'জন ক্রিকেটারকে দলে চায় তারা। এখানেই নাকি জট তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, নেতৃত্ব এবং ওপেনিং নিয়ে সমস্যায় থাকা কেকেআরও কেএল রাহুলের পাশাপাশি সঞ্জুকে নেওয়ার কথাও ভাবছে। ছেড়ে দেওয়া হতে পারে ভেঙ্কটেশ আইয়ার, অজিঙ্ক রাহানেদের। এদিকে, রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ছেড়ে দিতে পারে সিএসকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তরুণীকে ধর্ষণের দায়ে ইংল্যান্ডে গ্রেফতার হলেন পাকিস্তানের জাতীয় দলের হয়ে খেলা ক্রিকেটার হায়দর আলি

মাঠে ময়দানে

চোট সমস্যায় মোলিনা, জনজোয়ারে স্বাগত দিমিত্রিকে

সামনে ডায়মন্ড হারবার, পরীক্ষা মোহনবাগানের

প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপে শনিবার যুবভারতীতে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মোহনবাগান ও ডায়মন্ড হারবার এফসি মুখোমুখি। 'বি' গ্রুপে দু'টি দলই তাদের প্রথম দুই ম্যাচ জিতেছে। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট দু'দলের। তবে ডায়মন্ড হারবার গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে। ছ'টি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। বাকি দু'টি সেরা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল শেষ আটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ফলে শনিবারের ম্যাচে গ্রুপ শীর্ষে থেকে নক আউট পর্বে ওঠার লড়াই মোহনবাগান ও ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে। ম্যাচ ড্র হলে কিবু ভিকুনার দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যাবে। মোহনবাগানকে সরাসরি শেষ আটে পৌঁছতে হলে ডায়মন্ড হারবারকে হারাতেই হবে। তবে দু'দলের কেউ হারলে তাদের সামনে দ্বিতীয় সেরা হয়ে নক আউটে যাওয়ার একটা আশা থাকবে।

ডায়মন্ড হারবার দ্বৈরথের আগে মোহনবাগানের চিন্তা চোট-আঘাত। ম্যাচে দু'দলের দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াইয়ের দিকেও নজর থাকবে। তবে ডায়মন্ড কোচ কিবু অনেক স্বস্তিতে। তাঁর দলে চোট বা কার্ড সমস্যা নেই। দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তিন বিদেশি আক্রমণভাগের লুকা মাজসেন, ক্লেইটন সিলভেইরা এবং স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক মিকেল কোর্তাজারকে নিয়েই সম্ভবত প্রথম একাদশ সাজাবেন কিবু। বাকি দলে বিশেষ বদলের সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, মরশুমে প্রথম বড় পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে সেরা প্রথম একাদশ গড়তে সমস্যায় পড়েছেন বাগানের স্প্যানিশ বস মোলিনা। চোটের কারণে খেলতে পারবেন না আলবার্তো রডরিগেজ, মনবীর সিং, কিয়ান নাসিরি ও সুহেল ভাট। কার্ড সমস্যায় নেই ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাস। তবে স্বস্তির ব্যাপার, আপুইয়াকে খেলাতে পারবে দল। প্রথম ম্যাচে সরাসরি লাল কার্ড দেখায় এক ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি আরোপ করা হয়েছিল মিজো মিডফিল্ডারের জন্য। বিএসএফ ম্যাচে সেই শাস্তি কাটিয়ে ফেলেছেন আপুইয়া। স্বস্তির ব্যাপার, দুই অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন এবং জেসন কামিন্স ম্যাচ খেলার জন্য প্রস্তুত। বাগান জনতার হার্টথ্রব দিমিত্রি পেত্রাতোস বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মোহন সমর্থকদের কাঁধে চেপে বিমানবন্দরের বাইরে আসেন। তাঁকে নিয়ে ছিল ভক্তদের আবেগের বিস্ফোরণ। বিকেলে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনেও নামেন। তবে এই ম্যাচে মোলিনার অঙ্কে নেই দিমিত্রি। সমস্যার মধ্যেও মোহনবাগান কোচ বলে দিলেন, আমরা মাঠে নামি জেতার জন্য। ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়েই পরের রাউন্ডে পৌঁছতে চাই। এদিন মোলিনার ৫৫তম জন্মদিন পালিত হয় ক্লাব মাঠে অনুশীলনে। পুরনো দলের বিরুদ্ধে নামার আগে ডায়মন্ড হারবার কোচ কিবু বললেন, মোহনবাগান আমার কাছে স্পেশাল। আবেগ সরিয়ে রেখে ম্যাচটা জিততে চাই।

প্রস্তুতিতে জেমি-দিমিত্রি-কামিন্স।

ডায়মন্ডের অনুশীলনে মিকেল, নরহরিরা।

মন্ট্রিয়ল জয়

টেনিসের নতুন তারা এমবোকো

মন্ট্রিয়ল, ৮ অগাস্ট : চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়িনী নাওমি ওসাকাকে হারিয়ে কানাডা ওপেন জিতলেন ভিক্টোরিয়া এমবোকো। যিনি ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। খেলার ফল ২-৬, ৬-৪, ৬-১। ফাইনাল নিয়ে পরপর দুটি ম্যাচে প্রথম সেট খুইয়ে জয় পেলেন ১৮ বছরের কানাডার তরুণী। এই বছর ৩৩৩ র‍্যাঙ্কিং নিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন এমবোকো। এখন তিনি ৩৪ নম্বরে। ঘরের কোর্টে টুর্নামেন্ট জিতে তিনি বলেছেন, এই প্রথম মন্ট্রিয়লে খেললাম। আমি খুব খুশি। একটু নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করেছি ভাল খেলার। এমনিতে প্রথম রাউন্ডে জেতাতেই আমি প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ভাবিনি ফাইনালে খেলব বা টুর্নামেন্ট জিতব। আনেক আবেগ মাথার মধ্যে ঘুরছে। সবকিছু প্রকাশ করতে পারছি না। তিনি না পারলেও মেয়েদের টেনিসে নতুন তারকা কিন্তু এসে গেলেন। এখন এটাই দেখার এমবোকো কোকো গফ, ইগা সুইয়াটেক, সাবালেঙ্কাদের ইউএস ওপেনে কতটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারেন। ১১ হাজার হোম ক্রাউডের সামনে জীবনের প্রথম খেতাব জিতলেন এমবোকো। ছেলেদের খেতাব জেতেন আমেরিকার বেন শেলটন। এদিন কানাডার অষ্টাদশী তরুণী একটু স্লো শুরু করেছিলেন। ২২টি আনফোর্সড এরর করে ওসাকাকে ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ম্যাচ ধরে নেন। এর আগে দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশ নিয়ে ফরাসি ওপেনে তৃতীয় রাউন্ড ও উইম্বলডনে দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত গিয়েছিলেন এমবোকো। ২৪ অগাস্ট শুরু হচ্ছে ইউএস ওপেন। সেখানে তিনি কেমন করেন সেদিকে নজর থাকবে। হেরেও এমবোকোর প্রশংসা করেছেন ওসাকা।

কোর্টের নজরে আনা হোক, চিঠি ক্লাবদের

প্রতিবেদন: অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে আইএসএলের ১১টি ক্লাব অনুরোধ করল, জরুরি ভিত্তিতে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনার জন্য। চিঠিতে সই নেই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের।

১১টি আইএসএলের ক্লাব যৌথভাবে যে চিঠি ফেডারেশনকে দিয়েছে তাতে লেখা হয়েছে, 'দেশের ফুটবলের বর্তমান সংকটজনক সময়ে এখনও কীভাবে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনা হয়নি, তা দেখে আমরা অবাক হয়েছি। এআইএফএফ-এর কাছে আমাদের জরুরি আবেদন, বিষয়টি যত দ্রুত সম্ভব সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনা হোক। ফেডারেশন কাজটা না করলে ক্লাবরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হবে। এছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকবে না।' একই সঙ্গে ক্লাবগুলো চায়, ফেডারেশনের সঙ্গে এফএসডিএলের মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টের মেয়াদ কয়েক মাসের জন্য আপাতত বাড়ানো হোক।

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ফেডারেশন সভাপতির মনোভাব দেখে ক্লাবের সিইওদের মনে হয়নি যে, এআইএফএফ সমস্যা মেটানোর জন্য বাড়তি উদ্যোগ নিচ্ছে। তাই ফেডারেশন কর্তাদের ড্যামেজ কন্ট্রোল করার শেষ সুযোগ দিয়েছে ক্লাবেরা। আইএসএল ক্লাবেরা চায়, আগে দেশের সেরা লিগের ক্যালেন্ডার আগে চূড়ান্ত হোক। ভারতীয় ফুটবলের ইকো সিস্টেমকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হোক। আগে আইএসএল নিয়ে স্পষ্ট দিশা পেলেই ফেডারেশনের প্রস্তাবিত সুপার কাপ খেলায় সম্মতি দেবে ক্লাবগুলো।

নির্বাসিত রঞ্জন : আইএফএ-র বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করার জন্য সুরুচি সংঘের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে দুই ম্যাচ নির্বাসিত করা হল। শুক্রবার আইএফএ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়েছে, নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে তাঁকে পুরো মরশুমের জন্য নির্বাসিত করা হবে।

কার্লসেনের বিরুদ্ধে খেলার স্বপ্ন দিব্যার

নয়াদিল্লি, ৭ অগাস্ট : প্রথম ভারতীয় হিসেবে মেয়েদের দাবা বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছেন সম্প্রতি। দিব্যা দেশমুখ এবার স্বপ্ন দেখছেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে খেলার। ১৯ বছর বয়সী দিব্যা দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঐতিহ্যশালী ক্যান্ডিডেট দাবা টুর্নামেন্টে খেলার ছাড়পত্র আদায় করেছিলেন। খেতাবি লড়াইয়ে কোনেরু হাম্পিকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতার পর, পেয়ে গিয়েছেন গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম। এবার দিব্যার স্বপ্ন কার্লসেনের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচ খেলা। তিনি বলছেন, যদি আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচ খেলতে চাইব। ওঁর মতো বিশ্বসেরা দাবাড়ু বিরুদ্ধে খেলার সুযো পাওয়া আমার কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতোই ব্যাপার। কার্লসেনের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেলে অনেক কিছু শিখতে পারব। দাবাড়ু হিসাবে আরও পরিণত হব। দিব্যা আরও বলেছেন, দাবা বিশ্বকাপ থেকেও অনেক কিছু শিখেছি।

গুইতের গোলে জিতল ইস্টবেঙ্গল

গোলের উচ্ছ্বাস গুইতের।

প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে জয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ১-০ গোলে হারাল বিনো জর্জের দল। ডার্বি এবং বেহালা এসএসের বিরুদ্ধে টানা দুই ম্যাচ জিতে ছন্দে ফিরেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে আগের ম্যাচে পুলিশ এসি-র কাছে হেরে সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে পরিস্থিতি কঠিন করে ফেলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কালীঘাট লাভার্সের বিরুদ্ধে জিতে স্বস্তি ফিরল দলে। তবে কষ্টার্জিত জয় পেল বিনোর দল। পয়েন্ট টেবলে এক ধাপ উঠে ৮ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল। জিতলেও দলের অনেক খামতি চিন্তায় রাখবে ইস্টবেঙ্গল কোচকে।

ডেভিড, প্রভাত লাকরা কার্ড সমস্যায় খেলতে পারেননি। চোটের কারণে জেসিন টিকে, মনোতোষ মাজিরা ছিলেন না। তাই সিনিয়র দলের সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের উপর ভরসা রেখেছিলেন কোচ বিনো। কিন্তু দুই দলের দিশাহীন নিষ্প্রাণ ফুটবল মন ভরাতে পারেনি দর্শকদের। ইস্টবেঙ্গল গোলের একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকে গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তাতে ফলও মেলে। ভানলালপেকা গুইতের গোলে এগিয়ে যায় বিনোর দল। শেষ পর্যন্ত এই গোলেই ম্যাচ জেতে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের শেষ দিকে কালীঘাট লাভার্স গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা করে। পরিবর্ত কালীঘাটের সুরজ মণ্ডলকে বক্সে ফাউল করা হলেও রেফারি নিশ্চিত পেনাল্টি দেননি। খেলার শেষ বাঁশি বাজার পর সাব্বির আলির ছেলেরা রেফারির কাছে জবাব চান। উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশের সাহায্যে রেফারিকে মাঠের বাইরে আনা হয়।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বয়স ১৭ বছর ৩১১ দিন। খেলেছেন ছ'টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এই অভিজ্ঞতা নিয়েই ক্রোয়েশিয়া ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হলেন জ্যাক ভুকুসিচ

লন্ডনে প্রস্তুতি শুরু বিরাটের

লন্ডন, ৮ অগাস্ট : ক্রিকেট মাঠে দীর্ঘ অদর্শনের পর আবার প্র্যাকটিস শুরু করলেন বিরাট কোহলি। লন্ডনে গুজরাট টাইটান্সের কোচ নইম আমিনের অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিস করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

আইপিএল ফাইনালের পর বিরাট লম্বা সময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। ইংল্যান্ড সফরের ঠিক আগে রোহিত শর্মার মতো তিনিও টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ রয়েছে আগামী দিনে। সেটা মাথায় রেখে আবার তিনি প্রস্তুতিতে নেমেছেন বলে অনুমান।

ইংল্যান্ডে থাকলেও বিরাটকে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে একদিনও মাঠে আসতে দেখা যায়নি। রোহিত অবশ্য ওভালে খেলা দেখতে এসেছিলেন। ৩৬ বছরের বিরাট সমস্তরকম প্রচারের দূরে ছিলেন। শুধু একবারই তাঁকে উইম্বলডন কোর্টে দেখা গিয়েছিল। আগেও অবশ্য বিরাট উইম্বলডনে খেলা দেখতে এসেছিলেন।

গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচ নইম আমিন। তিনি লন্ডনে মাইটি উইলো অ্যাকাডেমি বলে একটি ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালান। এর আগে নইম সানরাইজার্স অ্যাকাডেমির সঙ্গে কাজ করেছেন। বিরাট পরে নইমের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ ভাই। তোমাকে দেখলে সবসময় ভাল লাগে।

বিরাটের পোস্ট করা ছবিতে নইমের সঙ্গে লন্ডনে।

ভাল শুধু লিডসের পিচ, রায় আইসিসির

দুবাই, ৮ অগাস্ট: সদ্য শেষ হয়েছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সিরিজের ফল ২-২। পাঁচটা টেস্টেই লড়াই গড়িয়েছে পঞ্চম দিন পর্যন্ত। বেশ কিছু নজির গড়েছেন দু'দলের ক্রিকেটাররা। লড়াই, বিতর্ক, সৌজন্য— সব মিলিয়ে ২০০৫-এর অ্যাসেজের পর এটাকেই বলা হচ্ছে সেরা টেস্ট সিরিজ। তবু সিরিজের পিচগুলো পছন্দ হয়নি আইসিসি-র। একমাত্র হেডিংলেতে প্রথম টেস্টের উইকেটকে 'খুব ভাল' বলা হয়েছে।

ওভাল টেস্টের আগে পিচ দেখা নিয়ে ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর তীব্র বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন কিউরেটর লি ফর্টিসের সঙ্গে। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর ৬ রানে টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র রাখেন শুভমন গিলরা। ওভালের উইকেট নিয়ে এখনও মতামত জানায়নি আইসিসি। তবে সিরিজের বাকি চারটি টেস্টের পিচ এবং আউটফিল্ডের রেটিং দিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

দু'দলের মধ্যে সিরিজের প্রথম টেস্ট হয়েছিল লিডসে। হেডিংলের বাইশ গজকে 'খুব ভাল' বলেছে আইসিসি। রিপোর্টে মাঠের আউটফিল্ড সম্পর্কেও 'খুব ভাল' লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় টেস্ট হয় বার্মিংহ্যামে। এজবাস্টনের পিচকে 'সন্তোষজনক' বলা হয়েছে। তবে আউটফিল্ডকে 'খুব ভাল' বলা হয়েছে। লর্ডসে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের পিচকেও 'সন্তোষজনক' বলা হয়েছে রিপোর্টে। একইভাবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টের পিচকেও 'সন্তোষজনক' বলা হয়েছে। লর্ডস এবং ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের আউটফিল্ডের অবশ্য প্রশংসাই করেছে আইসিসি। 'খুব ভাল' রেটিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হেডিংলে ছাড়া বাকি মাঠের পিচ খুশি করতে পারেনি আইসিসি-কে।

একটা-দুটো ম্যাচ খেলিয়ে বাদ দেব না

তোমার সুযোগ আসবে, অভিমন্যুকে গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফর। তারপর ভারতীয় এ দলের নেতৃত্ব। প্রচুর ম্যাচ ও সফর। অতঃপর ইংল্যান্ডে আবার পাঁচ ম্যাচের লম্বা টেস্ট সিরিজ। গত তিন-চার বছরে শুধু অপেক্ষাই জুটছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের জীবনে। তবে কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁকে বলেছে, তোমার সুযোগ আসবে। আর সেটা লম্বা সময়ের জন্যই। তুমি সঠিক পথেই আছো।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৮ হাজার রান নিয়েও বঙ্গ ক্রিকেটার টেস্ট দলের দরজা খুলতে পারছেন না। এক এক করে করুণ নায়ার আসছেন, সাই সুদর্শন আসছেন। কিন্তু অভিমন্যুর সুযোগ আসছে না। তবে ইংল্যান্ড সিরিজে অপেক্ষার পর কোচ গম্ভীর তাঁকে বলেছেন, তুমি ঠিক পথেই আছ। তোমার সুযোগ আসবে আর সেটা লম্বা সময়ের জন্য। একটা দুটো ম্যাচ খেলিয়ে তোমাকে বাইরে পাঠানোর লোক আমি নই। অভিমন্যুর বাবা রঙ্গনাথন ঈশ্বরণ এই তথ্য জানানোর পাশাপাশি বলেছেন, গম্ভীরের মতোই ভারতীয় সাপোর্ট স্টাফেদের সবাই তাঁর ছেলেকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

একটি ইউটিউব চ্যানেলে রঙ্গনাথন আরও জানিয়েছেন, অপেক্ষার পর অপেক্ষায় ছেলে যে হতাশ সেটা তাকে বলেছেন। অভিমন্যুর বাবার কথায়, আমি যখন ফোন করেছিলাম, ওকে খুব হতাশ লেগেছিল। বলেছে বাবা আমি এখনও সুযোগ পেলাম না! এখন ও বেঙ্গালুরু যাবে পূর্বাঞ্চলের দলীপ ট্রফির প্রস্তুতির জন্য। ১০-১২ দিন পর দেরাদুনে ফিরবে। তারপর আবার খেলার জন্য বেরিয়ে যাবে। আমার ছেলে সুযোগ না পেয়ে অবশ্যই হতাশ ও বিরক্ত। কিন্তু ও আমাকে বলেছে, আমি ২৩ বছর ধরে একটা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি। একটা-দুটো ম্যাচে সুযোগ না পেলে সেই স্বপ্ন হারিয়ে যাবে না।

দক্ষিণাঞ্চলের নেতা তিলক

মুম্বই, ৮ অগাস্ট : শুভমন গিলকে দলীপ ট্রফিতে নেতা করেছে উত্তরাঞ্চল। মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল। এবার নতুন প্রজন্ম থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের নেতা বেছে নেওয়া হল তিলক ভার্মাকে। এর আগে পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক করেছিল ঈশান কিশানকে। পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়কত্ব করবেন শার্দূল ঠাকুর। তিলক আইপিলের সুবাদে পরিচিত মুখ। খেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে। তবে ভারতীয় দলে স্বল্প সুযোগে তিনি নজর কেড়েছেন। এবার দেখার বিষয় লাল বলে তিনি কেমন করেন। তিলকের দলে রয়েছেন তন্ময় আগরওয়াল, দেবদূত পারিকাল, নারায়ণ জগদীশন, রিকি ভুঁইয়ের মতো ক্রিকেটাররা।

আমিরশাহি বোর্ডের দাবি

ভারত-পাক ম্যাচ হবেই

ASIA CUP

দুবাই, ৮ অগাস্ট : সূচি অনুযায়ীই এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে। জানাল এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড। ১৪ সেপ্টেম্বর এই মেগা ম্যাচ হওয়ার কথা দুবাইয়ে।

৯ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ শুরু হওয়ার কথা। তবে আট দলের এই টুর্নামেন্টে সবার নজর রয়েছে ভারত-পাক ম্যাচের দিকে। কিন্তু সেই ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা রয়েছে। যেহেতু লেজেন্ডস ক্রিকেট ২০২৫-এর সেমিফাইনালে যুবরাজ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে অস্বীকার করেছিল। পাকিস্তান অবশ্য ওয়াক ওভার পেয়ে ফাইনালে উঠেও হেরে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে।

আরব এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান শুভম আমেদ অবশ্য দু'দলের খেলা হওয়া নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেছেন, দুটো দলই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছে। ফলে শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহারের সম্ভাবনা কম। তাঁর কথায়, আমি এমনিতে খেলা হওয়ার গ্যারান্টি দিতে পারি না। কিন্তু দুটো দলই খেলবে বলে ঠিক আছে। এশিয়া কাপকে কোনও প্রাইভেট টুর্নামেন্টের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না।

আরব আমিরশাহিতে এশিয়া কাপ হবে ৯-২৮ সেপ্টেম্বর। খেলা হবে টি ২০ ফর্ম্যাটে। এমনিতে এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল ভারত। কিন্তু পরে টুর্নামেন্ট আরব আমিরশাহিতে হবে ঠিক হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান এক গ্রুপে রয়েছে। বাকি দুটি দল হল আরব আমিরশাহি ও ওমান, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে মুখোমুখি হলে তিনবার এই টুর্নামেন্টে ভারত-পাক ম্যাচ হবে।

এমনিতে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট অনেকদিন বন্ধ। খেলা হয় শুধু আইসিসি বা এই ধরনের টুর্নামেন্টে। এখন তাতেও প্রশ্ন রয়েছে।

শুভমন রান করলেও সেরা রাহুল

প্রশংসা মইন, আদিলের

লন্ডন, ৮ অগাস্ট : শুভমন গিল সবথেকে বেশি রান করলেও কেএল রাহুল ভারতীয় ব্যাটিংয়ের একটা প্রান্ত ধরে রেখেছিলেন। দেখিয়েছেন কেন তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার। বলেছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার মইন আলি।

একটি পডকাস্ট-এ মইন বলেন, লোকে এটা বুঝতে পারেনি যে রাহুল ওপেনার হিসাবে কত ভাল খেলেছে। ৫৩২ রান করে রাহুল এই সিরিজে তৃতীয় হয়েছেন। তার মধ্যে লিডস ও লর্ডসে সেঞ্চুরি রয়েছে। পডকাস্ট-এ মইন বলেন, লোকে আসলে বোঝেনি যে ওপেনার হিসাবে রাহুল কত ভাল খেলেছে। ইংল্যান্ডে আগের সফরেও অসাধারণ খেলেছিল ও। এই সফরেও ভাল খেলল। শুভমন সবথেকে বেশি রান করেছে। খুব ভাল খেলেছে। ওর টেকনিক ছিল দারুণ। কিন্তু রাহুলের ভূমিকা ছিল দুর্দান্ত। এত বছর ওকে খেলতে দেখছি, এরমধ্যে এবারের পারফরম্যান্স সেরা। রাহুল অসাধারণ ব্যাটার। কথাটা আগেও আমি বলেছি। বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার হল রাহুল।

রোহিত শর্মার অবসরের পর রাহুল এখন যশস্বী জয়সোয়ালের সঙ্গে ইনিংস শুরু করছেন। মইনের দীর্ঘদিনের সতীর্থ আদিল রশিদ আবার জানিয়েছেন, রাহুলকে সবসময় রেডারের নিচে থাকতে হয়। কখনও রাহুল এগিয়ে খেলে। কখনও পিছিয়ে। কিন্তু হাফভলি পেলে মারতে কসুর করে না। আর এটাই রাহুলের ক্রিকেট।

তোমার রাখি আমার রাখি

রাখি কি শুধু ভাই-বোনের পারস্পরিক সুরক্ষা আর ভালবাসারই বন্ধন? বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে কলকাতার রাস্তায় নেমে জাত, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে মানুষকে রাখি পরিয়েছিলেন। সাবেক রাখির সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই দুই রাখিবন্ধনের ভাবনা কি কোথাও মিলেমিশে একাকার? তাঁদের ভাবনা জানালেন বিশিষ্টরা। শুনলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

তাঁর রাখিবন্ধন ছিল প্রতিবাদের ভাষা

ডাঃ শর্মিলা সরকার
চিকিৎসক, সাংসদ

ছোটবেলায় ভাইকে রাখি পরাতাম, এখনও পরাই। তবে সত্যি কথা বলতে কী এখন তো আমরা সবাই খুব ব্যস্ত। সবসময় থাকি না শহরে। তাই কখনও কখনও পরানো হয়ে ওঠে না কিন্তু রাখির মতো সুন্দর এই রিচুয়ালটা খুব ভাল লাগে। ছোটবেলায় যেমন ভাইকে পরিয়েছি রাখি যখন আরজিকর-এ মেডিক্যাল পড়ছি তখন বন্ধুদেরও রাখি পরিয়েছি। আমার কাছে রাখি পরানো মানে শুধু ভাই-বোনের সম্পর্ক নয় আমার কাছে রাখি মানে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, একটা বিশ্বাসের জায়গা যেটাকে দৃঢ় করে। যে যাকে রাখি পরায় তার একটা দায়িত্ব চলে আসে সেই মানুষটার প্রতি। বোন হোক, বন্ধু হোক তাঁকে রক্ষা করা, তার সম্মানরক্ষার দায়িত্ব তাঁর মধ্যে চলে আসে। সুতরাং এটা একজন মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। আর এই জায়গা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখিও কোথাও এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে নিজেদের সমবেত করতে, একে অপরের প্রতি টান অনুভব করাতে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে এক ভাবনার শরিক করতে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। এটা এক সার্বিক সৌভ্রাতৃত্বের ভাবনা যা অনুপ্রাণিত করেছিল প্রতিটা মানুষকে। সেখানে কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে শিখ কোনও ভেদাভেদ ছিল না। সবাই সবাইকে রাখি পরিয়েছিল। তাঁর রাখি উৎসবের দর্শন অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক। এই দর্শন নিয়েই যদি আমরা চলতে পারি তবে আমাদের মধ্যে বাঁধনটা আরও মজবুত হবে। যদি পারস্পরিক ভালবাসাকে, শ্রদ্ধাকে, একতাকে অগ্রাধিকার দিই তাহলে এই যে এত হানাহানি-কাটাকাটি এগুলো বন্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা যেমন সবসময় প্রাসঙ্গিক তার এই ভাবধারা ভীষণভাবেই আজকের নিরিখে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ সবসময় প্রতিবাদী ছিলেন যেখানে যখন দরকার পড়েছে উনি প্রতিবাদ করেছেন কাজেই তাঁর রাখিবন্ধনটাও প্রতিবাদেরই ভাষা ছিল। এখন তো আবার হিন্দু-মুসলিম নয় বাঙালিদের আলাদা করার প্রচেষ্টা চলছে তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর রাখিবন্ধনকে দিনে দিনে আরও বেশি করে মনে পড়ছে, আরও বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আমার কাছে একতার প্রতীক রাখি

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়
আবৃত্তিকার

আমরা যেহেতু এক ভাই-এক বোন, ছোটবেলা থেকেই এই রাখিবন্ধন উৎসবের গুরুত্বটা বাবা-মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং এর সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং রবিঠাকুরের যে রাখিবন্ধন উৎসব 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি গেয়ে দুই বাংলার বিভাজন আটকাতে দুই বাংলার মানুষকে পাশে রাখতে চেয়েছিলেন এবং রাখি পরিয়েছিলেন তো সেটার গুরুত্বও বাবা-মা বুঝিয়েছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আমি ছোটবেলায় ভাই, ভাইয়ের বন্ধুদের যেমন রাখি পরাতাম তেমন বড় হয়ে নিজের বন্ধুদেরও রাখি পরাতাম। তো কোথাও একটা রবীন্দ্র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। রাখি আমার কাছে একটা বন্ধন। ভাই, ভ্রাতৃসম মানুষদের সঙ্গে বন্ধন আবার বন্ধুত্বেরও বন্ধন। এখনও রাখিবন্ধনের তাৎপর্য অপরিসীম। ভাইকে এখনও রাখি পরাই, খুব ব্যস্ত না থাকলে দেখা হয়ই। আমি যখন ক্লাসে যাই আমার ছাত্রীরা আমাকে রাখি পরায়। আমি খুব খুশি হয়ে পরি। ওরা নিজে হাতে রাখি তৈরি করে নিয়ে আসে। এখানে কোনও লিঙ্গভেদ নেই, জাতিভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই। আমার কাছে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান, স্নেহ, একতার প্রতীক রাখি। রাখি সাবেক হোক বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত— এটা সার্বিক সৌভ্রাতৃত্বের উৎসব।

মহাসমারোহে রাখি পালন করা উচিত

সৈকত মিত্র
সঙ্গীতশিল্পী

১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গের একটা নির্দেশ আসে তখন বাঙালি তথা বাংলার মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তখনকার বহু ভদ্র বাঙালি— কারণ এখন তো বাঙালিদের মধ্যে আপার বা আপার মিডল ক্লাস বা লোয়ার বা লোয়ার মিডল ক্লাসের মধ্যে একটা ভীষণ বিভাজন হয়ে গেছে— আমি যখনকার কথা বলছি তখনও সেটা হয়নি সেই আপামর জনতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং খালি গায়ে রাস্তায় বেরিয়ে 'বাংলার বায়ু বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল'— এই গান গাইতে গাইতে কলকাতার রাজপথে নেমেছিলেন এবং হাজারে হাজারে মানুষ তাঁর পিছনে তাঁকে সঙ্গ দেয় এবং তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে মানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন। যে যেরকমভাবে পারেন যে অবস্থায় রয়েছেন সেইভাবে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই নয় যে সুসজ্জিত হয়ে আসতে হবে বা রাখি পরিয়ে দিতে হবে। একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষকে রাখি পরিয়েছিলেন এবং এর প্রচলন করেছিলেন। সেই থেকে শুধু ভাই-বোনের মধ্যে এই উৎসব আর আটকে নেই। সাবেককালে মূলত অবাঙালিদের একটা প্রথা ছিল— মনে করা হত রাখি পরালে ভাই তার বোনকে সুরক্ষা দেবে, সেটাই 'রক্ষাবন্ধন'। তবে রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের বাঙালিদের কাছে সেই রাখির ভাবনা আরও অনেক বেশি উদার, অনেক সুন্দর হয়েছে। এই বছর ৯ অগাস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিনই রাখিপূর্ণিমা তাই এই দিনটায় রবীন্দ্রভাবনার প্রতিফলন আরও জোরদার হবে, সেটা আশা রাখি। যদিও তখন বঙ্গভঙ্গ হয়নি কিন্তু তারপরে ১৯৪৭ সালে আর একবার দেশভাগের কারণে বঙ্গভঙ্গ হয় কিন্তু সেই বঙ্গভঙ্গের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন সেই তথাকথিত আমরা যাঁদেরকে ভদ্র বাঙালি বলছি তাঁরাই। এই আপার ক্লাস আপার মিডল ক্লাস তাঁরা। এখনও বাংলার বাইরে এই বাংলার শ্রমিকদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে, বাংলা ভাষায় কথা বললে তাঁদেরকে জেলে ঢোকানোর কথাও বলা হচ্ছে—এটার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা দরকার। সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমার মনে হয় আবার কবিগুরুর মতোই সকলের রাস্তায় নামা উচিত রাখির দিন। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যাতে দৃঢ় হয় সেটা আমাদের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের একযোগে মহাসমারোহে রাখি পালন করা উচিত। ছোটবেলায় রাখির ভাবনা অন্য ছিল, এই মাহাত্ম্যটা তখন বুঝতাম না, তখন পাড়ার সব দিদি ছিলেন, বোনেরা ছিল, আমার দিদি-বোন ছিল যারা আমাদের সবাইকে রাখি বাঁধত। তখন এটা আমার কাছে খুব মজার বিষয়। কে ক'টা রাখি পেল এবং হাতে পরল সেটা নিয়ে আমদের মধ্যে পুরোদস্তুর কম্পিটিশন চলত। বেশ লাগত যে আমি এতগুলো রাখি পেয়েছি। দিনে দিনে রাখি একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি হয়ে উঠেছে। এর একটা বড় বাণিজ্যিক দিক আছে। কাজেই রাখি বহু মানুষের অর্থের সাধন এবং বড়মাপের উৎসবও। তবে এখন আমরা এমন একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি যখন বাংলা ভাষার ওপর নির্যাতন হচ্ছে, আক্রমণ হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, বিশেষ করে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে, সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আমার মনে হয় এই দিনটা একটা খুব উচিত দিন। প্রত্যেক বাঙালি যে যেভাবে পারেন এইদিন এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা উচিত। (আরও পড়ুন ১৮ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

আমাদের হিন্দুদের মধ্যে, বিশেষ করে অবাঙালিদের কাছে রাখি খুব বড় এবং ট্র্যাডিশনাল উৎসব। মহাভারতে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে গিয়েছিল তখন দ্রৌপদী নিজের শাড়ি ছিঁড়ে হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন এবং সেই মুহূর্ত থেকেই শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন দ্রৌপদীকে রক্ষা করবার জন্য। করেওছিলেন। তাই আমরা জানি যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয় সেই সময় উনি কীভাবে সেই সম্পর্কের মান রেখেছিলেন। এছাড়াও

ধর্মীয় উৎসবকে দিয়েছিলেন সার্বিক রূপ

পুনম ঝা
কাস্টিং ডিরেক্টর

অনেক গল্প শুনেছি ছোট থেকেই। ছোটবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে রাখি খুব বড় করে পালিত হয়। আমার নিজের দাদা আছে, কাজিন ভাইয়েরা আছে। ওরা সবাই আসে। বাড়িতে সেদিন রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া এলাহি আয়োজন হয়। এটা আমার পাওনার দিন। ছোটবেলায় আমাকেই সবাই সুন্দর সুন্দর উপহার দিত। এখন বড় হওয়ার পর আমিও উপহার দিই, ভাই এবং দাদাকে রাখি পরাই, টিকা দিই। তবে রাখি কিন্তু এখন আর ভাই-বোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বন্ধু-বান্ধব সবাই সবাইকে রাখি পরায়। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন সেটা পারিবারিকের চেয়েও বেশি। ঐক্যবদ্ধতার উৎসব ছিল। তিনি একটি ধর্মীয় উৎসবকে সার্বিক রূপ দিয়েছিলেন। একটা সামাজিক বার্তা দিয়েছিলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষকে। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন খুব সুন্দর একটা নিয়মকে মান্যতা দিয়ে। তো এই রাখিবন্ধনও কিন্তু সেই একে অপরকে সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসার কথাই বলে। আমরা সবাই এক জাতি— এই ভাবনাই ব্যক্ত করে। ফলে সাবেক রাখি আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখির ভাবনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

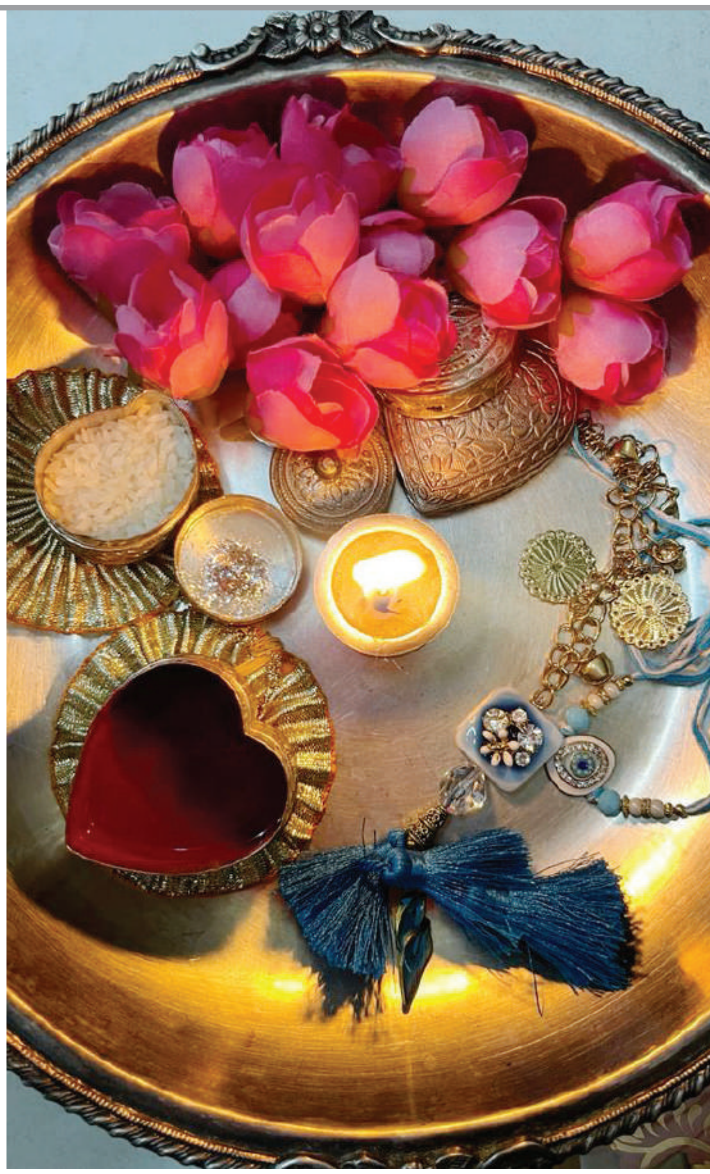

ছোটবেলায় ভাইদের রাখি পরিয়েছি। এখনও পরাই যদি আমি বা ভাই শহরে থাকি তবেই। কারণ সবাই ব্যস্ত। আমি একটা সময় টেবল টেনিসের জন্য বাইরে চলে গেলাম, তখন কী করতাম আমি সেখানে আমার সহ-সাথীদের রাখি পরাতাম। আমরা সবাই সবাইকে রাখি পরাতাম। কোচদের রাখি পরিয়েছি— এর

রাখি সর্বজনীন এক বন্ধনের উৎসব

মৌমা দাস
টেবিল টেনিস খেলোয়াড়

আরও একটা কারণ ছিল, ওই সময়ই থাকত ফ্রেন্ডশিপ ডে কাজেই রাখিবন্ধন এবং বন্ধুত্বের বন্ধন এই দুই ভাবনা নিয়ে রাখি পরাতাম। এখনও ভাই শহরে থাকলে অবশ্যই রাখি কখনও মিস করি না। আমার ছাত্রছাত্রীরা এখন আমাকে রাখি পরায়। খুব ভাল লাগে আমার। রাখি এমন একটা রিচুয়াল আমার মনে হয় এর কোনও জাত, ধর্ম, সম্পর্কের সীমা নেই। রাখি সবার, রাখি সর্বজনীন এক বন্ধনের উৎসব তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখিবন্ধন উৎসবের ভাবনার সঙ্গে সাবেক রাখির এত মিল। ভাই-বোনের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এ-এক সৌভ্রাতৃত্বের, সম্মেলনের উৎসব। যদিও আজকের যুগে ট্র্যাডিশন ব্রেক করে সবাই ক্ষণিকের আড়ম্বরের দিকে ঝুঁকছে। বিজ্ঞাপনী প্রচারটাই এখন যে কোনও উৎসবের আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ফলে তা গুরুত্ব হারাচ্ছে তাই আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বিশেষে মানুষকে পথে নেমে গান গাইতে গাইতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নির্বিশেষ মানুষকে রাখি পরিয়েছিলেন ওটাই আসল রাখিবন্ধন ছিল।

আমি মনে করি রাখি সহৃদয়তার বন্ধন, রবীন্দ্রনাথও সেটাই বলতে চেয়েছিলেন। ছোটবেলায় রাখি পরাতাম। এখনও রাখিপূর্ণিমার দিন কেউ ভ্রাতৃস্থানীয় এলে রাখি পরাই। এখন আমি নিয়ম করে রাখির দিন আমার বাড়ির গোপালঠাকুরকে রাখি পরাই। আড়ম্বর কিছু থাকে না। আমার ছাত্রছাত্রীরাও আমাকে রাখি পরায়। আমার মনে হয়, নিয়ম মেনে নয়, মনের টানেই রাখি পরানো উচিত। কারণ রাখি ভালবাসার, স্নেহের, শ্রদ্ধার, সম্মানের বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয়। আজ যখন মানুষে-মানুষে কারও কথা বলার সময় নেই, মোবাইল ফোনসর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে, সম্পর্কের ভিত্তিগুলো কেমন সুপার ফিশিয়াল হয়ে যাচ্ছে।

সম্পর্কের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে

শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীতশিল্পী

সেখানে দাঁড়িয়ে রাখি আমাদের সম্পর্কের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাও তাই ছিল— সৌভ্রাতৃত্বের, সবাই মিলে থাকার, সবাই মিলে চলার। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এখন যে কোনও উৎসব ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। উৎসবের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের চেয়ে আড়ম্বর, বাণিজ্যিক বা বিজ্ঞাপনী দিকগুলোতেই এখন অনেক বেশি আগ্রহ। সবটাই কেমন লোক-দেখানো। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করাটাই মুখ্য হয়ে গেছে। এটা হলে হবে না। রাখির সঙ্গে সম্পর্ক হোক মন থেকে। মনটাই প্রাধান্য পাক। এখন তো বাঙালি-অবাঙালি বিভেদ করা হয় ফলে অন্য জাত-ধর্মের কথা তো ছেড়েই দিলাম! রবীন্দ্রনাথ যেদিন থেকে রাখিবন্ধন শুরু করেছেন তখন থেকে আজও তা প্রাসঙ্গিক, আগামী দিনেও তাই থাকবে, না হলে আমরা হারিয়ে ফেলতাম এটাকে।

এই দিনটা খুব স্পেশ্যাল আমার কাছে

নবমিতা চট্টোপাধ্যায়
অভিনেত্রী

আমাদের যৌথ পরিবার। প্রচুর ভাই-বোন। তাই যে কোনও উৎসব আমাদের বাড়িতে এমনিতেই বড় হয়ে যায়। ভাইফোঁটা অনেক বড় করে হয়, রাখিও তাই। এখন সবাই ব্যস্ত তাও রাখি সবাই পরতে আসে। আমার নিজের একটাই ভাই, অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া আমার কাজিনরা আছে। আমার ভাইকে নিয়ে পাঁচজন। গৌরবের শ্যুটিং থাকেই, রাখির দিন তাই ও সকাল-সকাল রাখি পরে বেরিয়ে যায়। আর অন্য ভাইরাও যে-যার সময়মতো আসে, রাখি পরে কাজে বেরিয়ে যায়। ছোটবেলায় কী হত সবাই থাকত, কেউ তো কোথাও যেত না, ওটা আরও মজার ছিল। এখনও মজা কারণ শুধু দাদা বা ভাই নয়, ভাইয়ের বউ বা দাদার বউদের জন্য ছোট ছোট উপহার কিনে দেওয়া হয়। তবে রাখি উপলক্ষে যে খাওয়াদাওয়া সেটা পরে কোনও একদিন হয়। সাধারণত উইক-এন্ডে সবার সময় দেখে, ছুটিছাটা বুঝে আমরা হয়তো সবাই

মিলে কোথাও খেতে যাই। ভাই, বোন এবং ভাইয়ের বউ— সবাই মিলে যাই। পরিবারের আরও সদস্যরাও যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে। এইদিনটা খুব স্পেশ্যাল আমার কাছে। আর রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন আমরা স্কুলে খুব পালন করেছি। সবাইকে রাখি পরাতাম, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে বন্ধুদের। রাখি-কাম-ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড এমনটা একটা ভাবনা থেকে পরাতাম। কারণ তার আগে-পরেই থাকত ফ্রেন্ডশিপ ডে। রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন উৎসব তাই ছোট থেকেই আমাদের রক্তে মিশে আছে। আমার মনে হয় রাখিবন্ধন মানে রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধনই। রাখি পারস্পরিক সুরক্ষার অঙ্গীকার করে। শুধু ভাই-বোন নয়, সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় কত যুগ আগে রবীন্দ্রনাথ কতটা অ্যাডভান্সড ছিলেন, কতদূর ভাবতে পেরেছিলেন! সেই সময়কার পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন এক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছিলেন। ওঁর রাখিবন্ধনটাই বাঙালির মনে চিরন্তন হয়ে আছে। উনি সর্বসাধারণের মধ্যে নিজের এই ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তাই সাবেক রাখির সঙ্গে তাঁর রাখিবন্ধনও যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক হতে থাকবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

১৯
৯ অগাস্ট ২০২৫
শনিবার

9 August, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

ভারতের মধ্যে আছে আরেকটা ভারত। গ্রামীণ ভারত। এই ভারতে আত্রাম লক্ষ্মীবাইরা ঘরে ঘরে চাষের বীজ সংরক্ষণ করেন। উষারানি মুর্মুরা ঘরের দেওয়ালে ঘুঁটে আর মুইঠ্যা দিয়ে জ্বালানির রসদ জোগান। গোবর-নিকানো উঠানে সকলের সূর্যের আলো নিয়ে আসে। ফুলমণি সর্দাররা শালপাতার থালা-বাটিতে অতিথি আপ্যায়ন করেন। শশিবালারা গাড়ি না চড়েই হেঁটে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছে যান। মদন তাঁতির বংশধররা প্রকৃতি থেকে রং ঢেলে নিয়ে আসেন। শ্যামলী, মালতী, রিনারা দল বেঁধে চাষের কাজে নেমে পড়েন। এঁরাই এসব ঐতিহ্যের কাজের মধ্যে দিয়ে পথ দেখাচ্ছেন অন্য ভারতকে। যে ভারত অনেক বেশি স্থিতিশীল আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্ন দেখার পথ দিয়ে হেঁটে এলেন অধ্যাপক **বিশ্বজিৎ দাস**

গ্রামীণ ঐতিহ্যে পথ দেখাচ্ছে ভারত

বীজ সংরক্ষণে লক্ষ্মীবাইদের গল্প

আত্রাম লক্ষীবাই, বাড়ি সীতাকুণ্ডী গ্রামে, আদিলাবাদ জেলার শিরপুর মহকুমা। পেশায় মহিলা কৃষক চমকে দিয়েছেন এগিয়ে চলা ভারতকে। জনপ্রিয় করেছেন ঐতিহ্যবাহী বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতিকে। বাজরা চাষের জন্য বীজ সংরক্ষণের সহজ অথচ কার্যকরী পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করেছেন। গ্রামীণ আদিবাসী কৃষকরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতির নাম বায়ুরোধী ঝুড়ি পদ্ধতি। বাঁশের ঝুড়িকে উল্টে দিয়ে গোবরের প্রলেপ দিয়ে, তার মধ্যে বীজ সংরক্ষণ করে রাখা হয়। আদিলাবাদের এই বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রামীণ ভারতের বহু অংশে প্রচলিত। ঘরোয়া পদ্ধতিতে ঝুড়ি ও গোবরের সাহায্যে এই সংরক্ষণ কৃষকদের বিনিয়োগ কমাতে সাহায্য করেছে। শুধু গ্রামীণ ভারত নয়, আধুনিক উন্নততর কৃষি বিশ্ব এইভাবে বীজ আরও ভালভাবে সংরক্ষণ করে রাখে। মেয়েরা নিজেদের অজান্তেই বড় একটি কাজ করে চলেছেন। একদিকে দেশীয় জাতকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করছেন। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সঙ্গে সেতুবন্ধন তৈরি করছেন। দেশীয় জাতের বীজ থেকে হওয়া গাছে পোকা কম হয়। এ-কারণে তাতে সার ও কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না তেমন। ফলে ওই পরিবারগুলোর নিরাপদ সবজির চাহিদা মিটছে। দেশি জাতের শস্য ও সবজির বীজ সংরক্ষণ করেন ওই মেয়েরা। এমনকী বিপন্ন উদ্ভিদের বীজও সংরক্ষণে আছে অনেকের কাছে। প্রয়োজনে এসব বীজ নিজেদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া করেন মেয়েরা। ছোট ছোট প্লাস্টিকের কৌটো, নরম জলের বোতল ও কাচের বোতলে বীজ সংরক্ষণ করেন মেয়েরা। বীজের ধরন অনুযায়ী পাত্র হয়। ছোট বীজের জন্য ছোট পাত্র, বড় বীজের জন্য বড় পাত্র। বীজ সংরক্ষণের ফলে পরিবারগুলোয় যেমন শাকসবজির চাহিদা মিটছে, অন্যদিকে সেসব সবজি বিক্রি করে লাভবান হন তাঁরা।

‘এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,/ নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।’ কৃষিতে নারীর অবদান তুলে ধরে এভাবেই লিখেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সভ্যতার শুরুর দিকে কৃষির উন্মেষ মেয়েদের হাত ধরেই। তখন প্রয়োজনীয় বীজ তাঁরা সংরক্ষণ করে পরে তা রোপণ করতেন।

উষারানিদের গোবর নিকানো উঠোন

উষারানি মুর্মু, বয়স প্রায় একাত্তর। সতেরোজনের যৌথ পরিবারের প্রধান। প্রতিদিন সকালে উঠে পুরুলিয়ার দোতলা মাটির বাড়ির উঠোন আর বারান্দা লেপে দেন গোবর দিয়ে। সাঁওতাল পরিবারের সংসারের হাল উষারানির কাঁধে। উঠোনের পূর্বদিকে মাটির উনুনে বাড়ির সবার জন্য রান্না করেন উষারানি। তবে জ্বালানির জন্য উষারানিকে জঙ্গলে কাঠ আনতে যেতে হয় না। সারাবছর মাটির বাড়ির দেওয়ালে ঘুঁটে এবং গইট্টা, মুইঠ্যা (পাট কাঠির উপর গোবর ও ধানের তুষ দিয়ে মুঠো করে তৈরি জ্বালানি) দেন। তারপর সেগুলো শুকিয়ে রাখেন। এটাই তাঁর ৩৬৫ দিনের রান্নার জ্বালানির রসদ। গোয়াল ঘরে বা ঘরের চালায় সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখেন। গ্রামীণ ভারতের এই বায়ো জ্বালানি পথ দেখাচ্ছে বিশ্বকে। অনেক গ্রামে এখনও গোবর ব্যবহার করে মেঝে ও দেওয়াল লেপা হয়। এটি জীবাণুনাশক। এবং পোকামাকড় থেকে বাঁচতে এবং প্রাকৃতিকভাবে ঘরের ভেতর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এটি গ্রামীণ ভারতের একটি পরিবেশবান্ধব ঐতিহ্যের অংশ। গোবর দিয়ে মাটির ঘর লেপা, এই রীতি প্রাচীন হলেও আজও অনেক জায়গায় কার্যকরভাবে ব্যবহার হয়। এটি শুধু জ্বালানি বা সার হিসেবেই নয়, বরং ঘর পরিষ্কার ও ঠান্ডা রাখার কাজেও ব্যবহৃত হয়। গোবরে প্রাকৃতিকভাবে জীবাণুনাশক উপাদান থাকে, যা ঘরের মেঝে জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এর গন্ধ ও উপাদান পোকামাকড় দূরে রাখে। এছাড়াও গ্রীষ্মকালে এটি ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম রাখতে সাহায্য করে, যা বিদ্যুৎ সাশ্রয়েও সহায়ক। এটি একটি প্রাকৃতিক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি যা আধুনিক বিজ্ঞানও অনেকাংশে সমর্থন করে।

ফুলমণিদের শালপাতা-বাটি

ফুলমণি সর্দার জঙ্গলমহলে পাড়ার মহিলাদের নিয়ে শালপাতা সংগ্রহ করেন। তাঁদের সাহায্য করেন তাঁদের মরদরা। সারাদিন ছয়জনে বসে শালপাতার থালা, বাটি তৈরি করেন। তারপর সেগুলো বিক্রি করেন শহরে আর গ্রামের মাঝারি ব্যবসায়ীদের কাছে। ছোট ছোট হোটেলে পৌঁছে যায় শালপাতার থালা ও বাটি। পরিবেশবান্ধব এই থালা-বাটি গ্রামীণ ভারতের ঐতিহ্যকে যেমন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনি মহিলাদেরও। ফুলমণির দেখাদেখি ওই গ্রামের অনেক মহিলাই নেমে পড়েছেন এই কাজে। বাজারে দিন-দিন পরিবেশবান্ধব এই শালবাটির চাহিদা বাড়ছে। গ্রামীণ ভারতের এঁরাই হয়তো একদিন বদলে দেবেন এগিয়ে চলা এই ভারতবর্ষকে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা থালা-বাটি, সেলাই করা ডাইনিং লিফ প্লেট, খাবারের মোড়ক এবং খাদ্য প্যাকেজিং উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর মধ্যে বাংলায় কলাপাতা ও শালপাতা বিশেষভাবে প্রচলিত। আর আমার জেলা ঝাড়গ্রামে সবচেয়ে জনপ্রিয় শালপাতা। সংস্কৃত শব্দ ‘শাল’ (অর্থাৎ ঘর) থেকে এই গাছের নামকরণ হয়েছে। এই গাছ আবার ‘শাখুয়া’, ‘শরাই’ প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

শালগাছ হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধদের জন্য অপরিসীম ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে। ভারতীয় উপমহাদেশের একটি স্থানিক উদ্ভিদ প্রজাতি হল শাল এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। জঙ্গলমহল অঞ্চলে শাল প্রধান বৃক্ষ, যার ধর্মীয় গুরুত্বও রয়েছে। শালগাছ হল সত্যের প্রতীক। শালগাছের নিচে মারাং বুরু, জাহের ইরা, তান্ডবারো, পিলচু হারাম, পিলচু বুড়ি, সিং বোঙ্গা-সহ আদিবাসী জনজাতির ঠাকুর-দেবতার অধিষ্ঠান। প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শাল গাছের নিচে শাল ফুল ও শাল পাতা দিয়ে পুজো করা হয়।

বাঁকুড়া জেলার শাল বনাঞ্চল সংলগ্ন বসবাসকারী ভূমিহীন, প্রান্তিক এবং বন-নির্ভর উপজাতিদের জন্য সারা বছর বন থেকে শালপাতা সংগ্রহ করা একটি রাজস্ব-উৎপাদনমূলক কার্যক্রম। তবে শুধুমাত্র বাঁকুড়া নয়, জঙ্গলমহলের অন্যান্য জেলাতেও অরণ্যসংকুল গ্রামীণ জনগণের আয়ের উৎস হল শালপাতা। অধিকাংশ প্রান্তিক মানুষ অল্প-স্বল্প চাষাবাদের সঙ্গে শালপাতার প্লেট তৈরি করে বাড়তি আয়ের প্রচেষ্টা করেন। আর যাঁদের চাষ করার জন্য জমি নেই, তাঁদের জন্য একমাত্র ভরসা এই শালগাছ। একটি শালপাতার দৈর্ঘ্য ১০-২০ সেমি এবং ১০-১৫ সেমি চওড়া। (এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 August, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

গ্রামীণ ঐতিহ্যে পথ দেখাচ্ছে ভারত

(১৯ পাতার পর)
শালপাতা আকারে আয়তাকার, গোড়ায় ডিম্বাকৃতি এবং শীর্ষে সরু। পর্ণমোচী শালগাছের পাতা ফেব্রুয়ারি-মার্চে ঝরে যায়। বেনে ঘাসের কাঠি দিয়ে শালপাতা সেলাই করে প্লেট তৈরি করা হয়।

এবং শালপাতা কথা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঝাড়গ্রামের বাঁদরভুলা মৌজায় ২১ হাজার ৭৫০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে নির্মিত তিনতলা শাল ও সাবাই প্রশিক্ষণ ও উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রদর্শনশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে শালপাতার গবেষণা থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ, জিনিস তৈরি এবং বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। শালপাতা আন্তর্জাতিক বাজারজাত করার জন্য অনলাইন ট্রেডিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেডমার্ক, লোগো, বারকোডিং সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বনজ সম্পদ শালপাতা থেকে উৎপাদিত সামগ্রী বিপণনের জন্য 'শাল্বী'র ট্রেডমার্কের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি হাজার শালপাতার থালার ৭০০ টাকা দামও নির্ধারণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ খাদি দফতর খড়্গপুর আইআইটির প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে শাল পাতার হস্তশিল্প সামগ্রী এবং বুফেতে খাওয়ার জন্য শালপাতার থালাকে শক্তপোক্ত করার চেষ্টা করছে। ভারতের বড়-বড় শহরে এবং বিদেশের বাজারে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব শালপাতাকে তুলে ধরা হচ্ছে।

ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে শালপাতার প্লেটে খাবার পরিবেশন করার প্রচলন রয়েছে। অন্নপ্রাশন-উপনয়ন-বিবাহ এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও শালপাতার প্লেটে খাবার পরিবেশনের প্রথা একটি বিশুদ্ধ ও উত্তম প্রথা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্লাস্টিক আমাদের জীবন দখল করার আগে গ্রামীণ অঞ্চলে শালপাতা ব্যাপকভাবে খাবার, কাঁচামাংস এবং মুদির দোকানে মোড়কের কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। আজও বাঁকুড়া জেলার কিছু গ্রামে এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। শালগাছ ও শালপাতাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মানুষের জীবিকা। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে শালপাতা মা-বোনদের অন্যতম জীবিকা হয়ে উঠেছে। যদিও এটি প্রাচীন অখণ্ড ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সূত্রে বাঁধা। দৈনন্দিন জীবনে শালপাতার ব্যবহারিক

গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা একে জীবিকা বানিয়েছেন। মূলত অরণ্যকেন্দ্রিক গ্রামগুলিতে মহিলারা সহজেই পাতা সংগ্রহ করতে পারেন। তাছাড়া বনবিভাগ কর্তৃক গাছকাটা নিষেধ হলেও পাতা সংগ্রহে কোনও আপত্তি নেই। সাধারণত ছোট শালগাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করা হয়। তবে অনেকসময়, বড় গাছ থেকে আঁকশি ব্যবহার করে পাতা সংগ্রহ করা হয়। কাঁচা শালপাতা সংগ্রহ থেকে শুরু করে পাতা তৈরির যাবতীয় কাজ মহিলারাই করে থাকেন। এতে সাধারণত পুরুষদের তেমন ভূমিকা নেই। প্রায় সব বয়সের কাজের মেয়েরাই এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। তবে অবিবাহিত মেয়েরা এবং নববধূরা পাতা আনতে জঙ্গলে যায় না। সাধারণত ৩৫-৫৫ বয়সি মহিলারাই জঙ্গল থেকে শালপাতা তোলার কাজ করে থাকেন। পাতা বাড়িতে আনার পর দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে বাড়ির সব মেয়েই একসঙ্গে বসে পাতা সেলাই করে থাকেন। শালপাতা তৈরির জন্য কাঁচা শালপাতা এবং সূক্ষ্ম শক্ত কাঠির প্রয়োজন হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাতা সেলাইয়ে বেনে কাঠি ব্যবহার করা হয়।

কাঁচা শালপাতার গুণমানের ওপর প্লেটের গুণমান নির্ভর করে। পুরু, মাঝারি শক্ত, পরিষ্কার ও চকচকে ভাবযুক্ত কাঁচা শালপাতা প্লেট তৈরির জন্য উপযুক্ত। কচি পাতা ব্যবহার করলে সেলাইয়ের সময় প্লেটটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একদিনে একটি পরিবার গড়ে ১০০-৩০০ পাতা সেলাই করে থাকে। সেলাই করা পাতা হালকা রোদে কয়েকদিন ধরে শুকানো করা হয়। এরপর আধুনিক ডাইস মেশিন দ্বারা শালপাতার প্লেট তৈরি করা হয়। শালপাতার থালা-বাটি মহাজনের নিকট বা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়। পাতার চাহিদা এবং জঙ্গলে কাঁচাপাতার জোগানের ওপর শালপাতার তৈরি প্লেটের মূল্য ওঠানামা করে। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনের মতো শপিং সাইটগুলিতে অনেক বেশি দামে শালপাতার থালা-বাটি বিক্রি হয়। সে তুলনায় প্রান্তিক এই মানুষজন খুব বেশি দাম পান না। অরণ্য-নির্ভর এই কুটির শিল্পকে আরও উন্নত ও লাভজনক করা দরকার। শালপাতার থালা-বাটি পরিবেশবান্ধব, যা প্লাস্টিক বা থার্মোকলের থালা-বাটির মতো পরিবেশ দূষণ করে না। বরং শালপাতা ব্যবহার অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। এই কুটির শিল্প বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক মানুষের উপার্জনের উৎস। আমরা প্লাস্টিক/থার্মোকলের পরিবর্তে এই শালপাতা অধিক হারে ব্যবহার করলে, পরিবেশ দূষণ হ্রাসের পাশাপাশি প্রান্তিক অরণ্যকেন্দ্রিক মানুষদের জীবিকা উন্নততর হবে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে শালপাতা আধুনিক জীবনেও উপযোগী ও ব্যবহার্য।

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক পৌঁছে যাব

বাঁকুড়ার শশিবালা, বয়স তেরো, আট কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে যায়। শুধু শশিবালা নয়, ওই গ্রামের প্রায় সব মেয়েই হেঁটে হেঁটে স্কুলে যায়। অবশ্য কারও কারও সাইকেল রয়েছে। গ্রামের মহিলা এবং পুরুষ হাটে যায় হেঁটে হেঁটে। অন্য যানবাহনের থেকে তাদের ভরসা নিজেদের পা-কেই। এতে পরিবেশ বাঁচে, প্রকৃতির সঙ্গে তারা নিজেদেরকে একাত্ম করতে পারে। সূর্য নেমে গেলেই দল বেঁধে ফিরে আসে হাট থেকে। বাঁকুড়ার গ্রামগুলোতে শুধু নয়, ভারতের বিভিন্ন জেলায় এ-ছবি অতি-পরিচিত তাই গ্রামীণ ভারত পায়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছে যাচ্ছে চাঁদের পাহাড়। অনেক গ্রামে, মানুষ দৈনন্দিন কাজের জন্য দীর্ঘ পথ হেঁটে যান। এটি পরিবেশকে সুস্থ রাখে এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি গ্রামীণ জীবনে এক সাধারণ কিন্তু পরিবেশবান্ধব অভ্যাস তুলে ধরছে— যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় গ্রামে বায়ুদূষণ অনেক কম। মানুষ যেহেতু হাঁটে, তাই পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমনও কম হয়। হাঁটা একটি প্রাকৃতিক ব্যায়াম। এটি শরীরের রক্তসঞ্চালন, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকারিতা ভাল রাখে। মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়াও এই অভ্যাস গ্রামবাসীদের প্রকৃতির আরও কাছাকাছি রাখে। যানবাহনের পরিবর্তে হাঁটার ফলে গ্রামীণ জীবনের সহজ, টেকসই চরিত্র বজায় থাকে। গ্রামাঞ্চলে যানবাহনের অভাব যতটা সমস্যা, ততটাই আশীর্বাদও। হেঁটে চলার এই অভ্যাস শুধু পরিবেশ রক্ষা করে না, বরং মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাও নিশ্চিত করে। শহরবাসীর কাছেও এটি এক শিক্ষা— অল্পদূরত্বে হেঁটে যাওয়াই বেশি ভাল।

প্রকৃতির রঙের খোঁজে মদন তাঁতিরা

তাঁতিরা এখনও এমন রং ব্যবহার করেন যা উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ এবং গাছের ছাল থেকে তৈরি। এইসব রং দিয়ে তৈরি কাপড়গুলি সুন্দর, ত্বকের জন্য নিরাপদ এবং কোনও রাসায়নিক দূষণ ছাড়াই তৈরি হয়। রংগুলো যেভাবে তৈরি হয়— ইন্ডিগো গাছ (নীল রং), হলুদ গাছ, কচুপাতা অথবা লোহা, পাথর বা মাটি থেকে পাওয়া রং আবার অর্জুন বা বাবলা গাছের ছাল ব্যবহার করে। বাজারে যেসব কৃত্রিম রং ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ত্বকে অ্যালার্জি বা চর্মরোগের কারণ হতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক রং একদম নিরাপদ। এছাড়াও এই রং জল বা বাতাসে দূষণ ছড়ায় না। বর্জ্য পদার্থও সহজে মাটিতে মিশে যায়। এইসব রং অনেক গভীর ও উজ্জ্বল হয় এবং হাজার বছর পুরনো ভারতীয় ঐতিহ্য বহন করে। বহু গ্রামীণ তাঁতশিল্পী বা বস্ত্রশিল্পী আজও এই রং ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

প্রাকৃতিক রং ব্যবহার আমাদের শুধু স্বাস্থ্য রক্ষা করে না, বরং আমাদের ঐতিহ্য ও পরিবেশও সুরক্ষিত রাখে। আধুনিকতার ভিড়ে এই পুরনো কৌশল নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাছাড়া এই রংগুলি বায়োডিগ্রেডেবল এবং পরিবেশবান্ধব যা নদী ও মাটিকে সুরক্ষিত রাখে এবং ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পের জ্ঞান সংরক্ষণ করে।

চল কোদাল চালাই

অনেক গ্রামেই গোষ্ঠীগতভাবে চাষাবাদ করা হয় অথবা সরঞ্জাম ও জলের উৎস ভাগ করে ব্যবহার করা হয়। এটি অপচয় কমায় এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সম্মিলিত কৃষি বলতে বোঝায় এখানে কীভাবে কৃষকরা একত্রিত হয়ে চাষাবাদ করেন এবং উপলব্ধ প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ ব্যবহার করেন। অনেক গ্রামেই গোষ্ঠীগতভাবে চাষাবাদ করা হয় অথবা সরঞ্জাম ও জলের উৎস ভাগ করে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনে কৃষিকাজ প্রায়শই ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিবর্তে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসেবে পরিচালিত হয়। কৃষকরা তাঁদের জমি একত্রিত করে চাষ করতে পারেন (গোষ্ঠীগত চাষ), অথবা তাঁরা চাষের সরঞ্জাম, যেমন লাঙল, ট্রাক্টর বা অন্যান্য যন্ত্র এবং জলের উৎস, যেমন কূপ, পুকুর বা খাল, একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করেন। এছাড়াও এটি অপচয় কমায় এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এই সম্মিলিত পদ্ধতির দুটি প্রধান সুবিধা আছে— অপচয় কমানো অর্থাৎ যখন সম্পদগুলি ভাগ করে ব্যবহার করা হয়, তখন প্রতিটি কৃষককে আলাদাভাবে সরঞ্জাম কিনতে হয় না বা জলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয় না। এতে সম্পদের অনাবশ্যক ব্যবহার বা নষ্ট হওয়া কমে যায়। যেমন, একটি ট্রাক্টর যদি সবাই ব্যবহার করে, তাহলে গ্রামের প্রত্যেকের জন্য আলাদা ট্রাক্টর কেনার প্রয়োজন হয় না, যা সম্পদ ও অর্থের সাশ্রয় করে।

এছাড়া দলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া, অর্থাৎ যখন একটি সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করে, তখন গুরুত্বপূর্ণ কৃষি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, যেমন কখন বীজ বুনতে হবে, কখন সেচ দিতে হবে বা কখন ফসল কাটতে হবে, সেগুলো একসঙ্গে নেওয়া হয়। এতে সবার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং একটি পরিকল্পনা তৈরি হয়, যা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।